CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 April, 2024 ■ আগরতলা ১৮ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ৫ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদীর সভা ঘিরে জনস্রোতে ভাসল রাজধানী

সুযোগ সন্ধানীরা ত্রিপুরায় বোঝাপড়া করলেও কেরলে জাত শত্রু হিসাবেই পরিচিতি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। সুযোগসন্ধানীরা ত্রিপুরায় বোঝাপড়া করলেও কেরলে জাত শত্রু হিসেবেই পরিচিত। আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিজেপির নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেস ও সিপিএমকে এভাবেই নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ঘোষণা, ১০ বছরে ত্রিপুরা বিকাশের ট্রেলর দেখেছে। আগামী পাঁচ বছরে এই রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিন তিনি ত্রিপুরায় এসে জনস্রোত দেখে আবেগতারিত হয়ে পড়েন। তাতে তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, এই জনস্রোত চিৎকার করে বলছে, ত্রিপুরা কোনভাবেই পেছনে তাকাবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঘিরে ত্রিপুরায় উৎসাহ, উন্মাদনায় কখনোই খামতি দেখা যায়নি। আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জড়ো হাজার হাজার মানুষের ভিড় প্রমাণ করেছে, নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় কমেনি, বরং বেড়েছে। তাই এদিন ভাষণের শুরুতে মোদী বলেন, এই রাজ্যে যখনই এসেছি আগের থেকে বেশি উৎসাহ দেখেছি। প্রতিবার আপনারা আগের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আজ রাম নবমীর পুণ্য মুহুর্তে মা কামাখ্যার ভূমি পরিদর্শন করেছি এবং এখন মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে প্রণাম করছি। তিনি আবেগের সুরে বলেন, ৫০০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ সেই রামনবমী এসেছে যখন ভগবান শ্রী রাম তাবু থেকে অযোধ্যার বিশাল মন্দিরে স্থাপিত হয়েছেন। আজ সেই মন্দিরে সূর্য কিরণ তাঁর মস্তককে অভিষেক করেছে।

এদিন মোদী দাবি করেন, বিকশিত ত্রিপুরা সংকল্পের সাথে এগিয়ে চলেছে। এই জনস্রোত চিৎকার করে বলছে, ত্রিপুরা কোনভাবেই পেছনে তাকাবে না। কারণ, বিমানবন্দর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত সারা রাস্তায় মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা ত্রিপুরা এবং দেশের মেজাজের পরিচয় দিচ্ছে। তাতে, ঠকবাজদের রাতের ঘুম উড়ে যাবে, কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

মোদীর কথায়, একুশ শতকের ভারতকে বিকশিত করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কংগ্রেস শাসনে এই অঞ্চলের সামর্থের সাথে অন্যায় হয়েছে। এদিকে, কমিউনিস্ট ত্রিপুরার মানুষের শুধুই সর্বনাশ করেছে। তাঁর দাবি, দিল্লিতে এখন এমন সরকার রয়েছে যাঁরা ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে ভাবছে। কারণ, এই অঞ্চল শুধু রাজনীতি নয়, প্রেম এবং প্রাথমিকতা প্রধান বিষয়। তিনি চাইছেন, এখানের মানুষের সমস্যা কম এবং রোজগারের সুযোগ বেশি হোক। তাই, যোগাযোগ ব্যবস্থা শোধরাতে জোর দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জল জীবন মিশনে ৫ লক্ষের বেশি ঘরে পানীয় জল পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কমিশন ছাড়া আড়াই লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ কিষান সন্মান নিধি পৌছে গেছে। ৩ লক্ষের অধিক মহিলা গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন। জনজাতি বাচ্চাদের শিক্ষায় একলব্য স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, অতীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের জরুরী সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাই যখন কাজের সমস্ত সাফল্য তুলে ধরি, তখন কংগ্রেস এবং সিপিএমের বিকাশ বিরোধী রাজনীতির আয়না সামনে চলে আসে।

তাঁর ঘোষণা, বিজেপি সংকল্প নিয়েছে আগামী পাঁচ বছরে দেশে ৩ কোটি নতুন ঘর বানানো হবে। তাতে, ত্রিপুরাও উপকৃত হবে। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, গত ১০ বছরে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিকাশের ট্রেলর দেখেছে। আগামী পাঁচ বছরে ত্রিপুরা সহ সমগ্র অঞ্চলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিজেপি সংকল্প পত্রে ঘোষণা দিয়েছে, সত্তরোর্ধ সকলের চিকিৎসার ব্যয়ভার মোদী সরকার বহন করবে। আয়ুষ্মান প্রকল্পের অধীনে প্রবীণদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে।

এদিন জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরার হীরা মডেলের চর্চা সারা দেশ জুড়ে হচ্ছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরায় হীরা প্লাস মডেলে কাজ চলছে। আজ মোদী কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটকে নিশানা করে বলেন, অতীতে পূর্বোত্তরে লুট ইস্ট পলিসি ছিল। ১০ বছর আগে তাতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন লুট ইস্ট পলিসির বদলে এক্ট ইস্ট পলিসি কাজ করছে। তাঁর দাবি, কংগ্রেস জমানায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিরা জানতেন না দেশের মানচিত্রে ত্রিপুরা কোথায় রয়েছে।

মোদীর কথায়, ত্রিপুরায় কমিউনিস্টের ইতিহাসে শুধুই বিনাশ, কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং একমাত্র বিজেপিই বিকাশের রাজনীতি করছে। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় যতদিন কংগ্রেস ও সিপিএম পক্ষে-বিপক্ষে ছিল, দুর্নীতি ফুলেফেঁপে উঠেছিল। আজ লুটের দোকান বাঁচাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবারের নির্বাচন গণতন্ত্র রক্ষার ভোট ঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ এপ্রিল।। বুধবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদম তলায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে এক নির্বাচনী প্রচার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কদমতলায় বাম এবং কংগ্রেসের কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের প্রার্থীর সমর্থনে এক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।। এছাড়াও এই দিন উপস্থিত ছিলেন সিপিএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই লোকসভা নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন রাজ্য তথা দেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, ধর্ম নিরপেক্ষতা কতটুকু রক্ষা হবে তা বিবেচনা করবে এই নির্বাচনের ফলাফল। তিনি বলেন পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর পক্ষে ভোট দান করতে হবে।

আগুনে পুড়ে ছাই বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ এপ্রিল ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটি বসত ঘর ।আজ খোয়াই মধ্যগণকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী ।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা এলাকাবাসীর ।তবে জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন,আজ এলাকার বাসিন্দা সুধাংশু দেবনাথের বসত ঘর আগুনে পুড়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাঙ্গ হল সরব প্রচার

প্রথম দফায় ভোট গ্রহণের জন্য আজ গন্তব্যস্থলে যাবেন ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ।আজ উমাকান্ত স্কুলে ভোট কর্মীরা ভোটের সামগ্রী গুছিয়ে নিচ্ছেন ।আগামীকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে যার যার ভোট কেন্দ্রে পৌঁছবেন ।ভোট কর্মী সহ নিরাপত্তা কর্মীরা গন্তব্যেস্থলের উদ্দ্যেশে রওনা দেবেন।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী।

এদিকে, হাইভোল্টেজ লোকসভা ভোটের প্রথম দফা নির্বাচনের এবং রামনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আজ সরব প্রচার সাঙ্গ হয়েছে ।আজ বিকাল পাঁচটায় সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভোটের প্রচার সেরে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল এবং নেতা ও কর্মীরা এখন কিছুটা বিশ্রামের আমেজে রয়েছেন। ভোটের প্রচার শুরু হওয়ার পর থেকে তীব্র দাবদাহ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ।সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রার্থী সহ নেতা- কর্মীরা। সভা সমাবেশে আওয়াজ ফাটানো থেকে শুরু করে রোড শো সব কিছুতেই চমক দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ।গণদেবতাদের আকৃষ্ট করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী ও প্রার্থীরা দিনরাত খেটেছেন। এখন চারিদিকে অনেকটাই নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। আগামী ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণ হবে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন, আজ বিকাল ৫ টায় রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্র ও ৭ রামনগর বিধানসভা ক্ষেত্রের উপ নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হল। ওই সময়সীমার পর থেকে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী সভা, রোড শো সহ বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কর্মসূচি সংঘটিত করতে পারবে না বলে আদেশ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনের।

অন্যদিকে, পশ্চিম ত্রিপুর আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আগামী ১৯ এপ্রিল। প্রশাসনিকভাবে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে,কত জন ভোটার, কতটা পোলিং ষ্টেশন সহ নির্বাচন সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রস্তুতি বিষয় নিয়ে আজ দুপুরে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন দক্ষিণ জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল।

জেলাশাসক বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মোট ভোটার ১,৪৫,৮৭৮ জন। তার মধ্যে রাজনগরে ২৫৬৬৫ পুরুষ ভোটার ও ২৩০০৩ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদির জনসভায় জনগনকে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, অভিযোগ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। জনগণের আশীর্বাদ পেলে ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন ।আজ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে আশা ব্যক্ত করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিন শ্রী বর্মন অভিযোগ, আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় অংশগ্রহণ করতে জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু গতকাল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী রোড শোতে অংশগ্রহন করতে জনগণকে বাধ্য করা হয়নি। এদিন তিনি আরও বলেন, কৃষকদের অধিক মুনাফা, জিনিস মূল্য হ্রাস, মহিলাদের সুরক্ষা, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপজাতি দুই নাবালিকাকে গণধর্ষণ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। সাত উপজাতি যুবকের দ্বারা গণ ধর্ষনের শিকার হয়েছে দুই উপজাতি নাবালিকা।পশ্চিম জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গাবর্দি সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ধর্ষিতা দুই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার শ্রীনগর থানায় লিখিত আকারে সাতজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ওই ঘটনার সাথে জড়িত দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে।

জানা গিয়েছে, গত সোমবার আমবাসা এবং খুমলুং এর দুই নাবালিকাকে পশ্চিম জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গাবর্দি সংলগ্ন এলাকায় তুলে নিয়ে সাত উপজাতি যুবক তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে।পরে ঘটনাটি স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করতে পেরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির তোলা দেশ বিক্রি করার অভিযোগ খন্ডনে ব্যর্থ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। দেশের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলে দেশ বিক্রি করার পরিকল্পনা সিপিএমের নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রকাশ পেয়েছে দাবি করে বিজেপি এবং লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব গুরুতর অভিযোগ এনেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সেই অভিযোগের যোগ্য জবাব দেবেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, এমনটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু, তিনি সেই অভিযোগ খন্ডন করে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিলেন না। বরং তিনি দাবি করেন, সিপিএমের ইস্তেহারে সার্বিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ১৮৬ ◻ ১৮ এপ্রিল ২০২৪ ইং ◻ ৫ বৈশাখ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

তথাকথিত হেলথ ড্রিংস অস্বাস্থ্যকর

তথাকথিত হেলথ ড্রিংকস বা ঠান্ডা পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কতখানি ক্ষতিকারক সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও জনগণকে সতর্ক করিয়াছে। কিন্তু সরকারের তরফে হেলথ ড্রিঙ্কস কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কার্যত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে না। এই ধরনের ভূমিকা দ্বিচারিতা বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও ভুল হইবে না। বাড়ির ছোটদের সকাল সন্ধে কোনও না কোনও হেলথ ড্রিঙ্কস আমরা দিয়াই থাকি। সে যে কোম্পানিরই হোক। সমাজের সবস্তরের পরিবারই ছোট শিশুদের এই হেলথ ড্রিঙ্কস দিয়া থাকে। কেউ জলের সঙ্গে মিলাইয়া খাওয়ান তো কেউ দুধের সঙ্গে মিলাইয়া। কিন্তু জানেন কি তাহাতে লুকাইয়া আছে বড় বিপদ।কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হইয়াছে বিভিন্ন কোম্পানির হেলথ ড্রিঙ্কস নিয়ে। ই-কমার্স সংস্থাগুলির সাইটে হেলথ ড্রিঙ্কস বিভাগে যে সব পানীয়ের সংযোজন রহিয়াছে সেগুলি অবিলম্বে সরাইয়া ফেলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই তালিকায় রহিয়াছে একাধিক বড় কোম্পানির হেলথ ড্রিঙ্কসের নাম। সবগুলিকেই সেই বিভাগ থেকে বাদ দিয়া দিতে বলা হইয়াছে।অনেকেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন খোলা বাজারে যখন বিক্রি হইতেছে এই হেলথ ড্রিঙ্কসগুলি তখন কেন সরকার কোনও পদক্ষেপ করিতেছে না। কেবল মাত্র ই কমার্স সংস্থাগুলি থেকে কেন সেই হেলথ ড্রিঙ্কসগুলিকে সরাইয়া ফেলিতে বলা হইতেছে। জানা গিয়াছে সুরক্ষার পরীক্ষায় একাধিক নামি সংস্থার হেলথ ড্রিঙ্কস ব্যর্থ হইয়াছে। সুরক্ষার গাইডলাইনে তাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেনি। সেই কারণে আগে থেকেই এই নিয়া কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক সতর্ক করিয়াছল ই-কমার্স সংস্থাগুলিকে। হেলথ ড্রিঙ্কস নিয়া আগেও সকর্ত করিয়াছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক। ২০০৬ সালের খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী এই পদক্ষেপ করা হইয়াছে। শিশু সুরক্ষা কমিশন প্রথম এই সব হেলথ ড্রিঙ্কসের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছিল। তারপরেই তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক। সেই তদন্তে প্রকাশ্যে আসিয়াছিল জনপ্রিয় হেলথ ড্রিঙ্কসে চিনির মাত্রা অনেকটাই বেশি রহিয়াছে। যেটা শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।একাধিক হেলথ ড্রিঙ্কেই এই গলদ পাওয়া গিয়াছিল। সেকারণেই ই-কমার্স সংস্থাগুলিকে এই নিয়া গতমাসেই কড়া নির্দেশ দিয়াছিল। তারপরে পদক্ষেপ করিল কেন্দ্রে। এবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি হইয়াছে।

অসমে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় হত তরুণী সহ চার

ধুবড়ি (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের ধুবড়িতে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণী সহ মৃত্যু হয়েছে চারজনের। নিহতদের গাড়ি চালক সাহিল আহমেদ, সহিদ খন্দকার, নূর আমিন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে এ খবর লেখা পর‍্যন্ত নিহত তরুণীর নামধাম উদ্ধার করতে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি আজ মঙ্গলবার ভোররাতে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের বটেরতল এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। চার যাত্রীবাহী এএস ০১ বিপি ১৫৫৭ নম্বরের চার চাকার দামি কার জাতীয় সড়কের পাশে একটি বড় গাছের সঙ্গে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই গাড়ি চালকের মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটি বঙাইগাঁও থেকে ধুবড়ি যাচ্ছিল। সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের দল দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে হতাহতদের উদ্ধার করে ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে যুবতী সহ বাকি তিনজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, জানিয়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। সব কয়টি মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, গাড়ি চালক সাহিল আহমেদ, সহিদ খন্দকার ধুবড়ির বিদ্যাপাড়া এবং নূর আমিন স্থানীয় বিওসি এলাকার বাসিন্দা। নিহত তরুণীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত গাড়িটিকে ক্র্যানের সাহায্যে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানান পুলিশ অফিসার।

ভারতপে-র পূর্ণসময়ের সিইও হলেন নলিন নেগি

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): ফিনটেক সংস্থা ভারতপে-র সিইও হলেন নলিন নেগি। ফিনান্সিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল ফার্ম ভারত-পে মঙ্গলবার জানিয়েছে, তাঁদের অন্তর্বর্তী সিইও এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা নলিন নেগিকে পূর্ণ-সময়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পূর্বতন সিইও সুহেল সমীর পদত্যাগ করার পরে নেগিকে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে অন্তর্বর্তী সিইওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক বছরের বেশি সেই দায়িত্ব পালনের পর পূর্ণ সময়ের সিইও হিসাবে দায়িত্ব নিলেন নেগি। রিপোর্ট অনুসারে নেগির নেতৃত্বেই ২০২৩ আর্থিক বর্ষে ভারতপে আর্থিক লেনদেন থেকে ১৮২ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির রেকর্ড করেছে।

মোদীজির প্রগতিশীল নেতৃত্বে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে : জে পি নাড্ডা

রামানাথপুরম, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): এনডিএ সরকার সর্বদা দরিদ্রদের ক্ষমতায়নকেই অগ্রাধিকার দেয়। আরও একবার একথা জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর রামানাথপুরমে রোড-শো চলাকালীন নাড্ডা বলেছেন, 'মোদীজির প্রগতিশীল নেতৃত্বে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। মোদিজি স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, গ্রাম থেকে শহর, পরিকাঠামো থেকে প্রতিরক্ষা সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন নিশ্চিত করেছেন।'

জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়ে নাড্ডা বলেছেন, 'স্বপ্নের বিকশিত ভারত গড়তে আপনারা আমাদের সমর্থন করছেন, তা নিশ্চিত করুন।' তামিলনাড়ু থেকে দুর্নীতি উৎখাতের আহ্বান জানিয়ে নাড্ডা বলেছেন, 'তামিলনাড়ুকে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের হাত থেকে বাঁচানোর সময় এসেছে। ডিএমকে নিজেদের কোষাগার পূরণের জন্য রাজ্যকে লুটপাট করছে। ডিএমকে মানেই পরিবারতন্ত্র।'

তর্কপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও ইতিহাস চেতনা

শোভনলাল চক্রবর্তী

উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর প্রধান পুরুষদের একটি সুলক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেটি হলো তর্কপ্রিয়তা, স্বীয়তত্ত্ব ও বক্তব্য প্রমাণে - জোরালো পলেমিকসের আশ্রয় নেওয়া, এককথায় সমাজ সংস্কার জাতীয় বিষয়ে বাকবিতণ্ডা ও প্রয়োজনে তত্ত্বগত কাজিয়ায় - নেমে পড়া খুব বেশি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্কিম, ভূদেব- সবার জন্যই এটা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু দীর্ঘজীবনের অধিকারী ছিলেন তাই তাঁর গদ্য রচনা দেখলে মনে হবে তাঁর মতো তার্কিক সেই কালে খুব কমই ছিলেন। বলতে এ গেলে, স্বভাবসিদ্ধ বিতর্কবাদী ছিলেন তিনি সামাজিক- রাজনৈতিক প্রসঙ্গে, এমনকি অপ্রতিরোধ্যভাবে নিরীহ নন্দন তাত্ত্বিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েও। প্রথম যুগের রবীন্দ্রনাথকে মনে ন হয় এ ক্ষেত্রে তীক্ষ্দৃষ্টি তার্কিক বঙ্কিমচন্দ্রের গু যোগ্য উত্তরাধিকারী। যে কারণে বঙ্কিমের পর বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায়। রবীন্দ্রনাথের ওপরই। তবে বঙ্কিম সময়ে সময়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে যতটা রূপ বা নির্দয় এ ছিলেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে তা অনেকটাই কমে আসে। এক পর্যায়ে তিনি কোনোভাবে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে এ পড়লেও তা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল - করেই রাখতে চাইতেন। তারপরও এখানে যেটা প্রাসঙ্গিক, তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তি উদ্ভাবন করা বা কোনো সুদূর বা নিকট অতীতের বাস্তব বা কল্পিত উদাহরণ টেনে আনা রবীন্দ্রনাথের জন্য স্বভাব- বিরুদ্ধ কিছু ছিল না।

ন্যাশনালিজম বক্তৃতামালায় বহুল - আলোচিত তার "নেশন" বনাম "নো-নেশন" তুলনা, প্রতি তুলনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে ১ পারে। পাশ্চাত্যের ইতিহাস রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এবং সে জন্য সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা "নেশন"- এর রাজনৈতিক নাগরিকবোধের সমসত্ত্বতা ও ঐক্যের ওপর গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে প্রাচ্যের, পড়ুন ভারতের, ইতিহাস সমাজকেন্দ্রিক। সেখানে রাজশক্তির বিপর্যয়ে সমাজ বিপর্যস্ত হয় না; রাজা আসে-রাজা যায় তাতে পাখিদের কি এসে যায় একথা রবীন্দ্রনাথও বলতে পারতেন। ১৯০২ সালে "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য হল, ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং - মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটি দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি - মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলে, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লাইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদিবা যায়, কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে- পাঠান-মোগল-পর্তুগিজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্ন দৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।' এরপর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বলতে পারতেন, আইস, এক্ষণে আমরা সকলে মিলিয়া ইতিহাস লিখি।' তা না করে তিনি যেটা চাইলেন সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিকের সুখ-দুঃখ, তার জীবনচর্চা, তার দর্শন, তার অন্তরাত্মার ধারা- বিবরণী লিখতে। সেই জন্যই তিনি লিখছেন এর ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা ও তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না; সেদিনও সেই ধূলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে শ পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যুর সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও এ মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী তা পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান। এই। ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর-সমস্তই গ্রাস . করে, কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেই জন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই হ ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা না কিছুমাত্র পাই না।'

"ঘরের ইতিহাস" লিখতে গিয়ে তিনিও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো কোনো "স্বপ্নলব্ধ এক ইতিহাস" লিখতে চেয়েছেন বলে মনে করলে এ ভুল হবে। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের "ন্যারেটিভে" নন কল্পিত ইতিহাসের কিছু উপাদান রয়েছে, কিন্তু ব তার চেয়ে বেশি আছে প্রথাগত ইতিহাস এর বিদ্যার সমালোচনা। রণজিৎ গুহ ইতিপূর্বেই ভা এই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। অ রবীন্দ্রনাথ আরও বলছেন, 'ইতিহাস সকল জয়া দেশে সমান হইবেই। এ কুসংস্কার বর্জন না ব করিলে নয়।... ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা জয়পরাজয়ের ল কাগজপত্র না পাইলে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার না হিস্ট্রি কিসের, তাহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন না খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে এ ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।' - "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে বিকল্প ধারার যে মৌলিক থিসিস রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করলেন ল তার যৌক্তিক পরিণতি পরবর্তীকালের "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪), "ঘরে বাইরে" এত (১৯১৬) ও "ন্যাশনালিজম" (১৯১৭) প্রবন্ধ গুচ্ছ। এসব লেখায় ইতিহাস বিদ্যার - রাজনীতিনির্ভর আখ্যায়িকার সমালোচনার ও মূলে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভিন্ন ধরনের সমাজ প্রণালি ও ভিন্ন ধারার আধুনিকতা খোঁজা। এটা খুঁজতে গিয়ে সময় ও সময় তাঁকে "কল্পিত সমাজ" এর দ্বারস্থ হতে হয়েছে, যার সত্যতা বা অসত্যতা ইতিহাস- ত উপাদানের আর্কিওলজির ওপর দাঁড়িয়ে নিরূপণ করা দুরূহ। যেমন- "স্বদেশী সমাজ" , প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, 'বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। নব বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার। স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে ভারতবর্ষ টি তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল'। সত্যই কি তাই করেছিল? একথা প্রথাগত এ ইতিহাসবিদ্যার নিরিখে নির্ণয় করার উপায় এখনও সীমিত। এর কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষের - সমাজ সম্পর্কে যা পাওয়া যায় প্রথাগত ই ইতিহাসের কল্যাণে, তা খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদানই কেবল তাতে করে সেকালের পুরো সমাজ চিত্রটা আমাদের চোখের সামনে আজও মা পূর্ণভাবে দেখতে পাই না। কোশাম্বী থেকে। রোমিলা থাপার, হাসান দানী থেকে ইরফান র হাবিব ঘাঁটলেও এ সমস্যার সমাধান হয় না। ভাষা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস হ রচনাতেও এর সমাধান মেলে না, সে চেষ্টা ব ইতিপূর্বেই বঙ্কিমে আমরা দেখেছি। ফলে প্রাচ্যের 'কল্পিত' জানতে গিয়ে বারবার ফিরে যেতে হয় ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে, মহাকাব্যে, প্রবচনে, লোকগাথায়। রবীন্দ্রনাথ ও কাজটিই করেছেন তার বক্তব্যের সপক্ষে উদাহরণ টানার ক্ষেত্রে। ওয়েণ্ডি ডনিজের এর বিসালকায় 'হিন্দুইজম' গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস রচনায় পুরাণভিত্তিক পর্যালোচনার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। মোদ্দাকথা, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা ও স্বদেশ চিন্তা ভিন্ন এক ইতিহাস এবং ভিন্ন এক স্বদেশ- কল্পনাকে সামনে তুলে ধরে। একে আমরা জানচর্চায় 'পজিটিভিজম'-এর সমালোচনা হিসেবে দেখলে বাড়াবাড়ি করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি লেখায় স্বদেশ কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলে, "আমাদের জন্মভূমি তিনটি তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানবজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবীর তাঁর কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে। মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রণ করে খিলি ইতিহাসে। তার তৃতীয় বাসস্থান আতিমকলোক, সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ, অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক।' গানেও এ কথা বলেছেন, বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো' সেখানেই দেখা হবে।

'জন্মভূমি'র এ সংজ্ঞাকে আমরা কী বলব? বিশ্বায়নের পরিস্থিতিতে নতুন সংজ্ঞা বললে বড় বেশি কেজো শোনাবে। যদি বলি, এর থেকেই 'ন্যাশনাল' ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন "অন্যের ধনে লোভ করো না" বলে বারবার মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তি- স্বার্থপরতার সমাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাই বলে তাঁকে ঘোর সমাজতন্ত্রী বলারও জো নেই। রাশিয়ায় গিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "মানব-প্রকৃতি"-এর কথা। রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালির বিপরীতে পুরসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বে, পুরসমাজের অনুশাসনের বিপরীতে লোকসাধারণের সপক্ষে, লোকসাধারণের সংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারের বিরুদ্ধে সহিষ্ণু লোকধর্মের অন্বেষায় তিনি অটল ছিলেন। "মহাজাতি" গঠনে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ইতিহাসের স্বীকৃতি ও এ দুইয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক "সমকক্ষতা" আনার জন্য আজকের যুগের ভাষায় "এফারমেটিভ অ্যাকশন"-এর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে প্রথাগত হিন্দু সমাজের কেউ ছিলেন না, ব্রাহ্মসমাজেও তার স্থান হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন কাদম্বিনী দেবীকে ১৯১০ সালেই 'নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজে আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেননি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেননি। এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। ... যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারিনে। এই রকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি, তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলোর ভেতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।' "প্রাচ্য" বলতে তিনি কেবল ভারতবর্ষের পুরাকালের অতীতকে বোঝাননি, যেমন "পাশ্চাত্য" বলতে শুধু বোঝাননি বিজ্ঞানভিত্তিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে। প্রাচ্য তার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল নানারূপে- পারস্য থেকে দূরপ্রাচ্য অবধি, আবার তার সংজ্ঞায়নও ঘটেছিল ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। যেমন, তিনি "ভারত"কে ভেবেছিলেন ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট কোনো সমাজ হিসেবে নয়, বরং নৈতিক "আইডিয়া" বা ধারণা হিসেবে-যা পাশ্চাত্যের ছকের অন্ধ অনুকরণের বদলে আমাদের হয়তো বিকল্প-আধুনিকতার সন্ধান দিতে পারে। আধুনিকতার ওপর পাশ্চাত্যেরই কেবল একচেটিয়া অধিকার নেই- এ কথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ বা মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা বা সুপ্রাচীন চীন আধুনিক পাশ্চাত্যের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। আবার পাশ্চাত্যকে বাদ দিয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক মনের মুক্তি নেই। ভারতের ইতিহাস কেবল হিন্দুর ইতিহাস নয়, মুসলমানেরও ইতিহাস, তেমনি আবার ইংরেজেরও ইতিহাস। যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি সেই "ছোট ইংরেজদের" শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে "বড় ইংরেজদের" নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক মনকে পুনর্নির্মাণ করার প্রস্তাব ছিল তাঁর। এই সত্যনিষ্ঠা যেমন সহজ ছিল না তার স্বদেশীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে গ্রহণ করা, তেমনি এই সত্যনিষ্ঠাই তাকে চালিত করেছিল প্রতিবাদের প্রকাশ হিসেবে ইংরেজদের দেওয়া নাইটহুড বর্জনের ক্ষেত্রে। না বলে করে তিনি আখ্যা বাক্ত এবং এক রায়তের কথা ভেবেছেন, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পথ খুঁজেছেন, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর দাদাঠাকুর দ্বারকানাথ ছিলেন ১৮৩০-৪০ দশকের সর্বাগ্রগণ্য বাঙালি বুর্জোয়া, তাকে মনে রেখে এক লাইন কবিতাও লেখেননি তিনি।

বরং বেন্থাম-মিলের বুর্জোয়া মন্ত্রের বিরুদ্ধে "অন্যের ধনে লোভ করো না" বলে বারবার মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তি- স্বার্থপরতার সমাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাই বলে তাঁকে ঘোর সমাজতন্ত্রী বলারও জো নেই। রাশিয়ায় গিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "মানব-প্রকৃতি"-এর কথা। রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালির বিপরীতে পুরসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বে, পুরসমাজের অনুশাসনের বিপরীতে লোক সাধারণের সপক্ষে, লোক সাধারণের সংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারের বিরুদ্ধে সহিষ্ণু লোকধর্মের অন্বেষায় তিনি অটল ছিলেন। "মহাজাতি" গঠনে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ইতিহাসের স্বীকৃতি ও এ দুইয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক "সমকক্ষতা" আনার জন্য আজকের যুগের ভাষায় "এফারমেটিভ অ্যাকশন" -এর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে প্রথাগত হিন্দু সমাজের কেউ ছিলেন না, ব্রাহ্মসমাজেও তার স্থান হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন কাদম্বিনী দেবীকে ১৯১০ সালেই 'নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজে আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেননি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেননি। এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারিনে। এই রকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি, তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলোর ভেতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।' "প্রাচ্য" বলতে তিনি কেবল ভারতবর্ষের পুরাকালের অতীতকে বোঝাননি, যেমন "পাশ্চাত্য" বলতে শুধু বোঝাননি। বিজ্ঞানভিত্তিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে। প্রাচ্য তার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল নানারূপে- পারস্য থেকে দূরপ্রাচ্য অবধি, আবার তার সংজ্ঞায়নও ঘটেছিল ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। যেমন, তিনি "ভারত"কে ভেবেছিলেন ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট কোনো সমাজ হিসেবে নয়, বরং নৈতিক "আইডিয়া" বা ধারণা হিসেবে-যা পাশ্চাত্যের ছকের অন্ধ অনুকরণের বদলে আমাদের হয়তো বিকল্প-আধুনিকতার সন্ধান দিতে পারে। আধুনিকতার ওপর পাশ্চাত্যেরই কেবল একচেটিয়া অধিকার নেই- এ কথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ বা মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা বা সুপ্রাচীন চীন আধুনিক পাশ্চাত্যের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। আবার পাশ্চাত্যকে বাদ দিয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক মনের মুক্তি নেই। ভারতের ইতিহাস কেবল হিন্দুর ইতিহাস নয়, মুসলমানেরও ইতিহাস, তেমনি আবার ইংরেজেরও ইতিহাস। যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি সেই "ছোট ইংরেজদের" শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে "বড় ইংরেজদের" নিয়ে উত্তর- ঔপনিবেশিক মনকে পুনর্নির্মাণ করার প্রস্তাব ছিল তাঁর। এই সত্যনিষ্ঠা যেমন সহজ ছিল না তার স্বদেশীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে গ্রহণ করা, তেমনি এই সত্যনিষ্ঠাই তাকে চালিত করেছিল প্রতিবাদের প্রকাশ হিসেবে ইংরেজদের দেওয়া নাইটহুড বর্জনের ক্ষেত্রে। দুটিই চলেছে পাশাপাশি। তাঁর প্রাচ্য যেমন তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত প্রাচ্য তেমনি, তাঁর পাশ্চাত্যও তাঁর স্ব-নির্মিত।

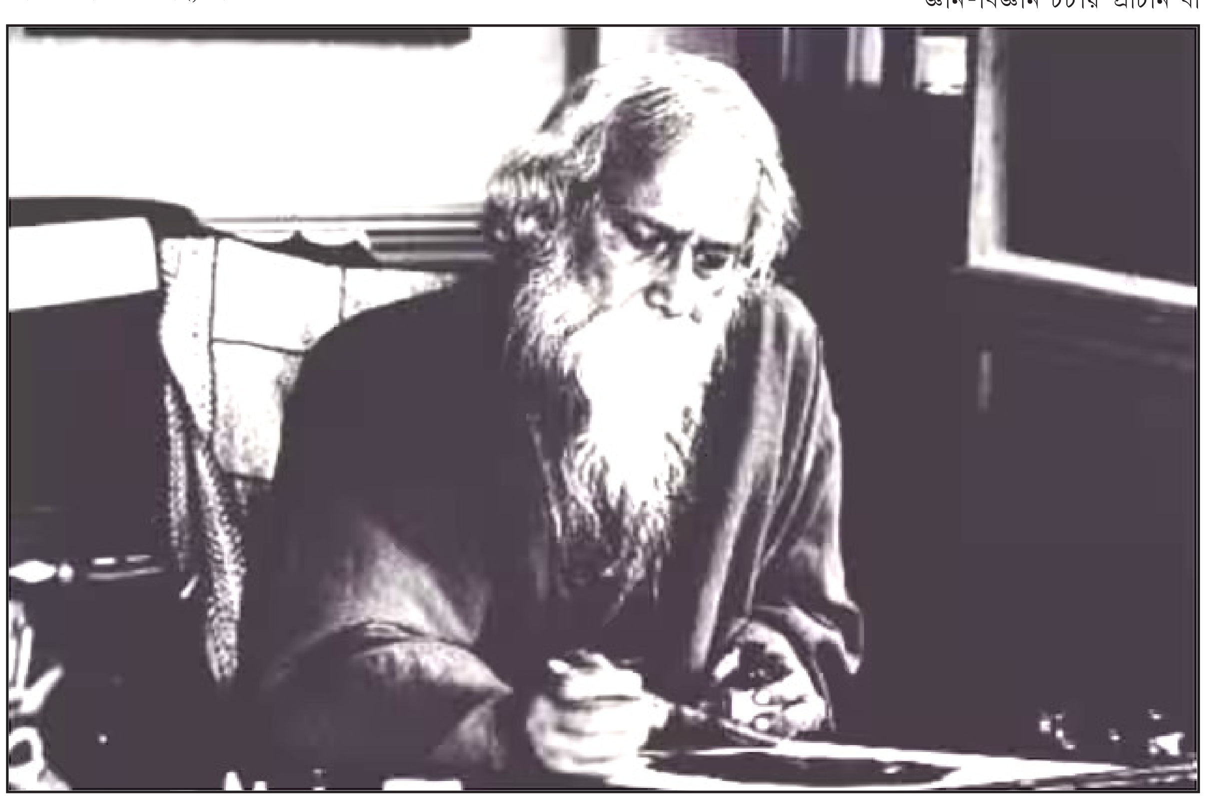

(সৌজন্যে-দৈনিক স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কয়েকটি ট্রেনের জন্য দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান

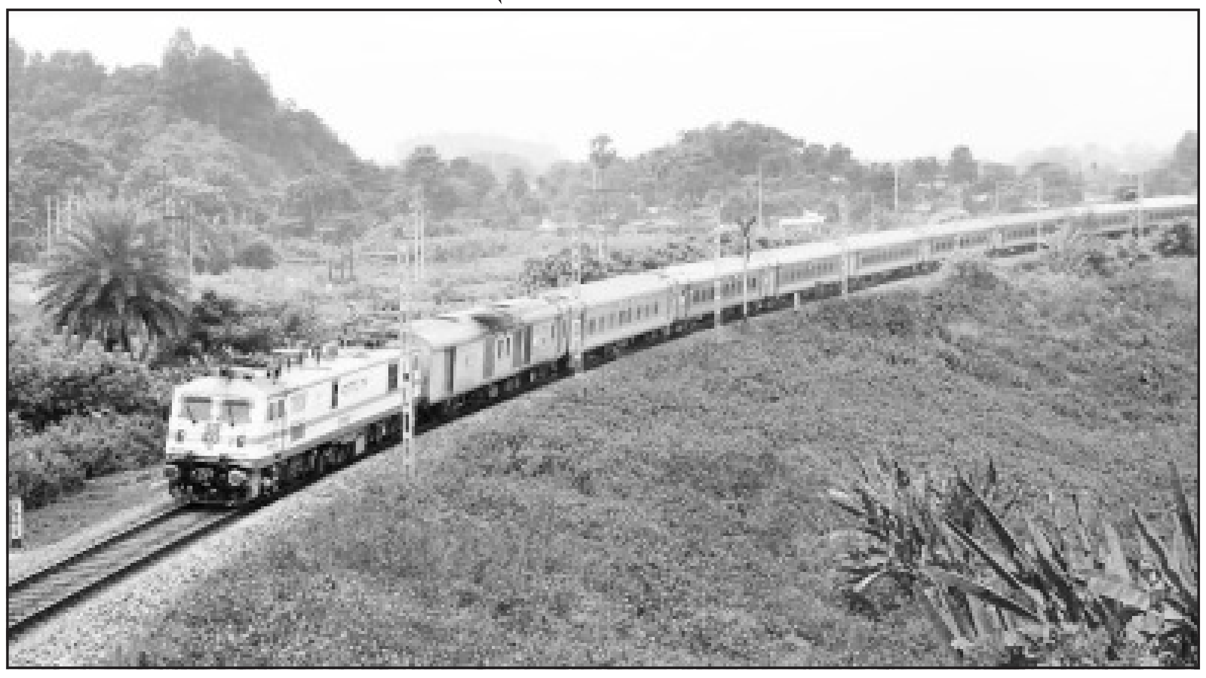

মালিগাঁও, ১৭ এপ্রিল, ২০২৪: গরমের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একটি ট্রেন গুয়াহাটি ও এসএমভিটি বাঙ্গালুরুর মধ্যে এবং আরেকটি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পর্যন্ত। দুটি ট্রেনই উভয় দিক থেকে এগারোটি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬৫২১ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি) ১৬ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত ১১:৪০ টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার সকাল ০৪:৫০ টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৬৫২২ (গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) ২০ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার সকাল ০৬:১৫ টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে সোমবার সকাল ১০:৫৫ টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটিতে শুধুমাত্র অসংরক্ষিত জেনারেল ও চেয়ার কার কোচ থাকবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, খড়গপুর, বরহমপুর, রাজামুন্ড্রি, কাটপাড়ি জং. ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে।

আরেকটি স্পেশাল ট্রেন নং. ০১০৬৫ (ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস-আগরতলা) ১৮ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০৫ টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস থেকে রওনা দিয়ে রবিবার রাত ০১:১০ টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০১০৬৬ (আগরতলা-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বিকেল ০৩:১০ টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ভোর ০৩:৫০ টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছবে।এই স্পেশাল ট্রেনটিতে দুটি এসি ৩-টিয়ার এবং আঠারোটি স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে। উভয় পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি বদরপুর, গুয়াহাটি, রঙিয়া, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, পাটলিপুত্র, সাতনা, জবলপুর, খাণ্ডোয়া জং., ভুসবলজং., ইগাতপুরি, কল্যাণ জং., দাদর ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে।

এছাড়াও, রেল যাত্রীদের সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেন নং. ১২৪২৩/১২৪২৪ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া স্টেশনে এবং ট্রেন নং. ১৫৬৬৫/১৫৬৬৬ (গুয়াহাটি-মরিয়নি জং.-গুয়াহাটি) বিজি এক্সপ্রেসের বোকাজান স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেন নং. ১৩১৭৩/১৩১৭৪ (শিয়ালদহ-আগরতলা-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের বিহারা স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হবে। ট্রেন নং.১২৪২৩ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ০৭:৪৫ টায় এবং রওনা দিবে সকাল ০৭:৪৭ টায়। ফেরত যাত্রার সময় ১২৪২৪ (নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৬:০৪ টায় এবং রওনা দিবে সন্ধ্যা ০৬:০৬ টায়। ট্রেন নং.১৫৬৬৫ (গুয়াহাটি-মরিয়নি জং.) বিজি এক্সপ্রেস বোকাজান স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৮:০৫ টায় এবং রওনা দিবে সন্ধ্যা ০৮:০৭ টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং.১৫৬৬৬ (মরিয়নি জং.-গুয়াহাটি) বিজি এক্সপ্রেস বোকাজান স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ০৯:১৯ টায় এবং রওনা দিবে সকাল ০৯:২১ টায়। ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ-আগরতলা) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস বিহারা স্টেশনে পৌঁছবে দুপুর ১২:০৩ টায় এবং রওনা দিবে দুপুর ১২:০৫ টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (আগরতলা-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস বিহারা স্টেশনে পৌঁছবে দুপুর ০১:২৫ টায় এবং রওনা দিবে দুপুর ০১:২৭ টায়। ট্রেনগুলির এই নতুন স্টপেজ অঞ্চলগুলির রেল যাত্রীদের ভ্রমণের জন্য অন্য এক বিকল্প প্রদান করবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাজ্যবাসীকে রাম নবমীর শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গবাসীকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে রাজ্যবাসীকে রাম নবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে মমতা লেখেন, "রামনবমী উপলক্ষে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। সবার জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন বজায় রাখার আবেদন জানাই।"

রামনবমীর উৎসবকে ঘিরে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সাড়ম্বরে রামনবমী পালন করছে কলকাতা ও জেলায়-জেলায়। এদিন সকাল থেকেই পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় রামনবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। নিউটাউনে রামনবমীর অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ছিন্দওয়ারার শ্রী রাম মন্দিরে রাম নবমী উপলক্ষ্যে পুজো দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

ভোপাল, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারার শ্রী রাম মন্দিরে রাম নবমী উপলক্ষ্যে পুজো দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার শাহ রাম নবমী উপলক্ষে এখানকার শ্রী রাম মন্দিরে রামের পুজো করেন। এরপর তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিন অমিত শাহের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, মন্ত্রী কৈলাশ বিজয়বর্গীয় এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বিজেপি সভাপতি ভিডি শর্মা।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছিন্দওয়াড়া পৌঁছন। এখানে তিনি দলের লোকসভার প্রার্থী বিবেক বান্টি সাহুর সমর্থনে মঙ্গলবার রাত ৮টা থেকে রোড শো করেন। রোড শোয়ের পর কোর কমিটির একটি বৈঠকও করেন শাহ।

রামনবমীতে অযোধ্যায় দুধ দিয়ে অভিষেক রামলালার

অযোধ্যা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে এই প্রথম রামনবমীর অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে। আর রামনবমীর জন্য বিশেষ ভাবে সেজে উঠেছে অযোধ্যা।

বুধবার দুধ দিয়ে রামলালার অভিষেক করা হয়। রামলালার মূর্তি দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। মন্দিরে উপস্থিত থাকা পুরোহিতরা একসঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

উল্লেখ্য, রামনবমীতে ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত সারি করে ভক্তদের দর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি যেন সুশৃঙ্খল ভাবে হয়, তার জন্য তৎপর প্রশাসন। বহু পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে মন্দির ও ভক্তদের সুরক্ষার স্বার্থে।

সম্পন্ন সূর্যাভিষেক, রামলালার কপালে আঁকা হল সূর্য তিলক

অযোধ্যা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): রামলালার কপালে আঁকা হল সূর্য তিলক। বুধবার বেলা ১২টায় এই অভাবনীয় মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন কোটি কোটি ভক্ত। সূর্য তিলকের ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তকে 'অসাধারণ' বলে বর্ণনা করেছেন। সূর্য তিলক অঁকার বিষয়টি সফল করতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানীরা।

উল্লেখ্য, ৫০০ বছর পর নিজের জন্মভূমিতে ফিরেছেন রামলালা। আর তার ঘরে ফেরার পর এটাই প্রথম রাম নবমী। সেই কারণে গত কয়েক দিন ধরে অযোধ্যায় সাজো সাজো রব।

অসমের প্রতিটি আসনে বিজেপি এবং এনডিএ প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

অসম, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার অসমের নলবাড়িতে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং অসমের প্রতিটি আসনে বিজেপি এবং এনডিএ প্রার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন অনুষ্ঠান চলাকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, অসম বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী ভবেশ কলিতা, বারপেটা লোকসভা প্রার্থী শ্রী ফণী ভূষণ চৌধুরী, কোকরাঝাড়ের প্রার্থী শ্রী জয়ন্ত বসুমাতারী এবং গুয়াহাটির প্রার্থী শ্রীমতি বিজুলি কলিতা মেধি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বক্তৃতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১০ বছরের বিজেপি শাসনে দেশ ও উত্তর-পূর্বের জন্য করা জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উত্তর-পূর্বকে উপেক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজ ৫০০ বছর অপেক্ষার পর, ভগবান রাম তাঁর বিশাল মন্দিরে উপবিষ্ট হয়েছে। আজ, পবিত্র নগরী অযোধ্যায় রাম মন্দিরে সূর্য তিলক করে ভগবান শ্রী রামের জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। আজ দেশটি কয়েক শতাব্দীর কঠোর পরিশ্রম ও প্রজন্মের আত্মত্যাগের কৃতিত্ব উদযাপন করছে। আজ যখন সূর্য দেবতা স্বয়ং ভগবান রামের জন্মদিন উদযাপন করতে অযোধ্যা ভূমিতে রশ্মি রূপে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তখন সারা দেশে এক নতুন আবহ তৈরি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের উচ্ছ্বাস দেখে বলেছেন, যে ৪ জুনের ফলাফল কী হবে, তা জনতার উচ্ছ্বাস থেকে স্পষ্ট, "৪ জুন ৪০০ পার"। মোদী বলেন, ২০১৪ সালে, মোদী অসমের জনগণের সামনে একটি আশা নিয়ে এসেছিলেন, ২০১৯ সালে তিনি বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন এবং আজ আমি আপনাদের সামনে মোদীর গ্যারান্টি নিয়ে এসেছি "মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূরণের গ্যারান্টি"।

মোদী বলেন, বিহুর দিনে বিজেপি তাদের সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে। বিজেপি এমন একটি দল যা সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্র অনুসরণ করে। এনডিএ সরকারের প্রকল্পগুলিতে কোনও বৈষম্য নেই, বরং সমাজের প্রতিটি অংশ সেই সুবিধা পায়। এখন এনডিএ দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছানোর এবং যাদের প্রয়োজন তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ৫ বছরে, গরিবদের জন্য আরও ৩ কোটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে, কোনও বৈষম্য ছাড়াই বিনামূল্যে রেশনও দেওয়া হবে। বিজেপি তার সংকল্প পত্রে আরেকটি ঘোষণা করেছে যা দেশের প্রতিটি পরিবারকে উপকৃত করবে। মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আয়ুষ্মান প্রকল্পের অধীনে ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজেপির বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তৃতির বিবরণ দেওয়ার সময় বলেন যে, জনগণের বিদ্যুৎ বিল শূন্যের কোঠায় আনতে বিজেপি সরকার স্বল্পমূল্যে সোলার প্যানেল সরবরাহ করবে। তার ফলে বিদ্যুতের বিল শূন্য হওয়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক যানবাহনও চার্জ করা যাবে এটা থেকে। এর ফলে ভ্রমণ খরচও কমে যাবে। দেশের কোটি কোটি মহিলা আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত। বিজেপি সরকার ৩ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করবে। এখন মহিলারা ড্রোন পাইলট হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি অসমের দরিদ্র, কৃষক, বঞ্চিত, দলিত এবং চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। অসমের বিখ্যাত অসমীয়া খার ভাতের কথা উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন যে, বিজেপি সরকার অসমের কৃষকদের জন্য খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে। অসমের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প ৫৪০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ পেয়েছেন। আগামীদিনেও কোনও বৈষম্য ছাড়াই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে থাকবেন তাঁরা।

মোদী বলেন যে, এখন সারা দেশে মোদীর গ্যারান্টি চলছে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত মোদীর গ্যারান্টির সাক্ষী। কংগ্রেস সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতে শুধু সমস্যাই তৈরি করে গেছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর-পূর্বকে সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করেছে। কংগ্রেস বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দিত, কিন্তু মোদী উত্তর-পূর্বকে শান্তি দেওয়ার ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করে গেছেন। কংগ্রেস ৬০ বছরে যা করতে পারেনি, ভারতীয় জনতা পার্টি ১০ বছরে তা করেছে। কারণ মোদীর কাছে জনগণের স্বপ্নই হল মোদীর স্বপ্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেছেন যে মোদীর প্রতিটি মুহূর্ত দেশ ও জনগণের স্বপ্নের জন্য নিয়োজিত, তাই ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ২৪অ৭ কাজ করে চলেছে মোদী। বিজেপি মুসলিম মহিলাদের তিন তালাকের মতো প্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছে। অসমের উন্নয়ন প্রমাণ করে যে, যখন উদ্দেশ্য সঠিক থাকে, তখন ফলাফলও সঠিক হয়। কংগ্রেস রাজনৈতিক লাভের জন্য এই অঞ্চলকে তাদের অধীনে রেখেছিল, যাতে দুর্নীতি ও লুটপাটের দরজা খোলা থাকে। কিন্তু এখন অসমে "সবকা সাথ এবং সবকে বিকাশ" কার্যকর করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, অসমে দেশের বৃহত্তম সেমি-কন্ডাক্টর ফেসিলিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এতে ২৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হবে। আগামী সময়ে, অসম সেমি-কন্ডাক্টর সেক্টরের একটি বড় কেন্দ্র হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে। এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, এটা এই এলাকার উন্নয়নে নতুন শক্তি যোগাতে চলেছে। উত্তর-পূর্বে এই বিনিয়োগ বিকশিত ভারতের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করতে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, বিজেপির সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হল, উত্তর-পূর্বের যুবকদের জন্য সুযোগ তৈরি। এই সুযোগগুলি বাড়তে থাকবে, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। আজ, অসম শুধুমাত্র অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লাই দিচ্ছে না, উন্নয়নের নতুন রেকর্ডও তৈরি করছে। অসমে আগে যেখানে রাস্তা ছিল না, সেখানে গত ১০ বছরে ২৫০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরি করা হয়েছে। অসমের দারাং, উদালগুড়ি, বারপেটা এবং কোকরাঝাড় এলাকায় ২০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের রাস্তা প্রকল্পের কাজ চলছে।

মোদী বলেন যে, নদীর ওপর দেশের বৃহত্তম সেতু ভূপেন হাজারিকা সেতু এবং দেশের দীর্ঘতম রেল-সড়ক সেতু বগিবিল ব্রিজ অসমে আছে। অসমের গুয়াহাটিতে এইমস হাসপাতাল হয়েছে। বরপেটা এবং কোকরাঝাড়েও মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয়েছে। অসমের পাঁচটি জেলায় ক্যান্সার হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা নিয়েও দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। ৬টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সূচনা হয়েছে। উত্তর-পূর্বের শক্তির চাহিদা মেটাতে ৯০ হাজার কোটি ব্যয়ে উত্তর পূর্ব গ্যাস গ্রিড তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা যোজনার অধীনে বারাউনি গুয়াহাটি পাইপলাইন দেশকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এগুলো শুধু উন্নয়নের পরিসংখ্যান নয়, প্রচেষ্টার উদাহরণ। বিজেপি সরকারের অধীনে, দেশে বনাঞ্চল বিস্তৃত হয়েছে এবং চিতাবাঘের সংখ্যাও বেড়েছে। জীববৈচিত্র্য অসমের একটি বড় শক্তি। বিজেপি তার ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সরকার দেশের ঐতিহ্যকে বিশ্ব মানচিত্রে পৌঁছে দেবে, যা অসমে পর্যটনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। ঐতিহ্যের পাশাপাশি উন্নয়নও লক্ষ্য বিজেপির। বরপেটাকে বৈকুণ্ঠ ধাম করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিজেপি। কাশী বিশ্বনাথ ধাম যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনই কামাখ্যা করিডোরও অসমে প্রসারিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিজেপি সরকার অসমের মহান যোদ্ধা লাচিত বারফুকানের ৪০০তম জন্মবার্ষিকী সারা দেশে উদযাপন করেছে। অসমের গামোচা-র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন স্বয়ং মোদী নিজেই। দেশের ঐতিহ্য নিয়েও কংগ্রেস উপহাস করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস অসমের স্থানীয় ঐতিহ্যের পোশাক নিয়েও উপহাস করে। কংগ্রেস অসমের জনগণের আবেগকে সম্মান করে না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমের উন্নয়নের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করছেন যে এখান থেকে কংগ্রেসের আর কোনও সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে দেওয়া জনগণের প্রতিটি ভোট ভারতকে বিকশিত করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারপেটা থেকে ফণী ভূষণ চৌধুরী, কোকরাঝাড় থেকে জয়ন্ত বসুমাতারি এবং গুয়াহাটি থেকে বিজুলি কলিতা মেধিকে জয়ী করার আবেদন জানান।

সূর্য তিলক দেখে আপ্লুত, ভিডিয়ো শেয়ার প্রধানমন্ত্রীর

অযোধ্যা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার বেলা ১২টায় রামলালার সূর্যাভিষেকের মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন কোটি কোটি দেশবাসী। সূর্য তিলকের ভিডিয়ো শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তকে 'অসাধারণ' বলে বর্ণনা করেছেন।

সূর্য তিলক দেখে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, রাম মন্দিরে রামলালার অধিষ্ঠান হওয়ার পর এটিই প্রথম রাম নবমী, যেখানে ভগবান শ্রী রামের সূর্য তিলক অনুষ্ঠানের অলৌকিক সময়ও এসেছে। আমি সারা বিশ্বের রাম ভক্তদের এই বিস্ময়কর মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ ডলার। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের তৃতীয় দিনের শুরুতে ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৫৪ ডলার বা০.৬৮ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৪৮ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৫৯ বা ০.৬৯ শতাংশ কমে ৮৪.৭৭ এ লেনদেন করছে।

উদয়ন গুহর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানালেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে কমিশনে গেলেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন নিশীথ। তাঁর বক্তব্য ভোটের দিন উদয়নের এলাকাতেই যেন তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিশীথের আরও অভিযোগ, উদয়ন গুন্ডামির পাণ্ডা, তাঁর ওপর দু'বার হামলা করিয়েছেন। গোটা বিষয়টি উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন নিশীথ।

বুধবার সকালেই বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী নিজের বাসভবনে বিজেপি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। তারপরই তিনি সাংবাদিকদের কাছে এই বিষয়টি জানান। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পর্যবেক্ষক ও রিটার্নিং অফিসারের কাছেও নিশীথ প্রামাণিক উদয়ন গুহর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, নিশীথ তাঁর আবেদন উল্লেখ করেছেন, উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে। এমনকি ৩০২ ধারায় খুনের মামলাও রয়েছে। পাশাপাশি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী অবস্থার কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন নিশীথ। তাঁর অভিযোগ, একুশে ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে উদয়ন গুহ এলাকায় হিংসা ছড়িয়েছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, সেখানেও উদয়নের নাম রয়েছে।

রামপুরহাটে রামনবমীর শোভাযাত্রা বিজেপি প্রার্থীদের

রামপুরহাট, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : বীরভূমের রামপুরহাটে রামনবমীর শোভাযাত্রা করলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর ও বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা। বুধবার সকালে রামপুরহাটে পাঁচমাথা মোড় থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে দেবাশিস ধর ও ধ্রুব সাহা-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাকর্মীরা। এই শোভাযাত্রা যখন পাঁচমাথা মোড় থেকে বের হয় তখন মঞ্চের ওপর উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথমে বিজেপির প্রার্থী দেবাশিস ধরকে রামনবমীর শোভাযাত্রায় যেতে বাধা দেয় পুলিশ। প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পথ অবরোধ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। প্রশাসনের বাধা দেওয়ার ঘটনায় হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন দেবাশিস। দেবাশিস ধর প্রথমে বীরভূমের নলহাটিতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি মুরারইয়ের রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য যান। কিন্তু মুরারইয়ে ঢোকার আগে ভাদীশ্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে বিজেপি প্রার্থীকে আটকানো হয়। বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের অভিযোগ, মুরারই থানার ওসি সাকিব সাহাব ও মুরারই -১ বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী তাঁকে রাস্তায় আটকে দেন। এরপরই তাঁর সঙ্গে থাকা বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা সেখানে রাস্তায় বসে পড়েপথ অবরোধ করেন। বিষয়টি জানিয়ে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। পরে অবশ্য তিনি রামনবমীর মিছিলে অংশ নেন।

ইভিএমে কারচুপি না করলে ১৮০-র বেশি আসন পাবে না বিজেপি: প্রিয়াঙ্কা

সাহারানপুর, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : দাদা রাহুলের মতো বিজেপির আসন নিয়ে এবার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে দলীয় কর্মসূচির পর প্রিয়াঙ্কা বলেন, বিজেপি ১৮০টির বেশি আসন কোনও ভাবে পাবে না। একই সঙ্গে এদিন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন তিনি।

প্রিয়াঙ্কার কথায়, মুখে যতই ৪০০ পেরিয়ে যাওয়া স্লোগান দিক, ইভিএমে কারচুপি না হলে ওরা ১৮০টির বেশি আসন কোনওভাবে পাবে না। নাম না করে এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ করেন প্রিয়াঙ্কা। তাঁর মন্তব্য, ওরা কীসের ভিত্তিতে ৪০০-র বেশি আসন পাওয়ার দাবি করছে আমি জানি না। মনে হচ্ছে ওরা ইতিমধ্যেই কিছু কারচুপি করে রেখেছে, সেই কারণে ৪০০-র বেশি আসন জেতার দাবি করে বেড়াচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার থেকে ১৯ এপ্রিল বিকাল চারটা পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় ড্রাই-ডে ঘোষণা

হাফলং (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ড্রাই-ডে ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। আজ ১৭ এপ্রিল বিকাল চারটা থেকে ১৯ এপ্রিল বিকাল চারটা পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় ড্রাই-ডে থাকবে। প্রথম পর্যায়ে ১৯ এপ্রিল অসম, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ে লোকসভা নির্বাচন।

প্রথম পর্যায়ে অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের যে পাঁচটি লোকসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর মধ্যে রয়েছে ডিব্রুগড়, যোরহাট, লখিমপুর, শোণিতপুর এবং কাজিরাঙা। তাই প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন আজ ১৭ এপ্রিল বিকাল চারটা থেকে ১৯ এপ্রিল বিকাল চারটা পর্যন্ত সমগ্র ডিমা হাসাও জেলায় ড্রাই-ডে ঘোষণা করেছে।

""""আপ কা রামরাজ্য"""": রামনবমীতে ওয়েবসাইট উদ্বোধন আম আদমি পার্টির

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচনী আবহে বুধবার রাম নবমীর দিন """"আপ কা রামরাজ্য"""" নামে ওয়েবসাইট প্রকাশ করল আম আদমি পার্টি।

এদিন আপ নেতা সঞ্জয় সিং সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, তাঁদের দলনেতা কেজরিওয়াল দিল্লিবাসীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনামূল্যে জল, বিদ্যুৎ এবং মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যেহেতু যথাক্রমে ১৯ এপ্রিল ২০২৪ (প্রথম পর্যায়ের ১ নং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার সাধারণ নির্বাচন ও তৎসঙ্গে ৭-রামনগর বিধানসভার উপ-নির্বাচন), ২০ এপ্রিল ২০২৪ (গরিয়া পূজা) ও ২১ এপ্রিল ২০২৪ (রবিবার) এবং আগামী ২৬ এপ্রিল ২০২৪ (দ্বিতীয় পর্যায়ের ২ নং পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত লোকসভার সাধারণ নির্বাচন), ২৭ এপ্রিল ২০২৪ (চতুর্থ শনিবার) ও ২৮ এপ্রিল ২০২৪ (রবিবার) পর পর তিন দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা থাকলেও ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সহ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতাল, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতাল, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার এবং মডার্ন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল-এর বহির্বিভাগ ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা আগামী ২১ এপ্রিল ২০২৪ (রবিবার) এবং ২৭ এপ্রিল ২০২৪ (চতুর্থ শনিবার) খোলা থাকবে।

ICA/D-82/24

প্রফেসর (ডাঃ)সঞ্জীব কুমার দেববর্মা
ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফ্রিজ যেভাবে পরিষ্কার করবেন

প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় বলেই ফ্রিজ নিয়মিত পরিষ্কার খুবই জরুরি। নিয়মিত ফ্রিজ পরিষ্কার না করলে ভেতরে বাসা বাঁধতে পারে জীবাণু। সেখান থেকে হতে পারে নানা ধরনের অসুখ। অপরিষ্কার ও বরফ জমাট বাঁধা ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিলও আসে বেশি।

সহজেই কীভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করা যায়, জানালেন আকিজ কলেজ অব হোম ইকোনমিকসের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুমাইয়া হোসেন।

যা যা লাগবে-একটি নরম স্পঞ্জ, ডিশ সোপ অথবা ডিটারজেন্ট, ছোট তোয়ালে, পুরোনো ব্রাশ ও জল।

প্রথমেই ফ্রিজে রাখা সব খাবার বের করে ফেলুন। এতে আপনার ফ্রিজ পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে। বাড়িতে যদি একাধিক ফ্রিজ থাকে, তাহলে খাবারগুলো অন্য ফ্রিজে রাখুন। বাড়িতে ফ্রিজের সংখ্যা একটা হলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমন সব খাবার অন্য কোথাও রাখার চেষ্টা করুন।

ফ্রিজ পরিষ্কার করার আধা ঘণ্টা আগে থেকে ফ্রিজের বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করে দিন। এতে ফ্রিজে জমা সব বরফ গলে যাবে। আপনাকে আর কষ্ট করে বরফ তুলতে হবে না।

এরপর ফ্রিজের তাকগুলো খুলে বের করে ফেলুন। ট্রেগুলো সরাসরি গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন না। কারণ, ফ্রিজের মধ্যে এগুলো সব সময় ঠান্ডা থাকে। হঠাৎ গরম জল দিলে চিড় ধরতে পারে। তাই ট্রেগুলো কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন। কোমল ডিটারজেন্ট মিশিয়ে স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে ফেলুন। এতে জীবাণু দূর হয়ে যাবে। তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে আলো-বাতাসপূর্ণ জায়গায় শুকাতে দিন।

ডিটারজেন্ট মেশানো জল ফ্রিজের ভেতরে স্প্রে করুন। এবার নরম স্পঞ্জ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে নিন। সবশেষে পরিষ্কার পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ভালোভাবে মুছে নিন।

ডিপ ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য মাইক্রোফাইবারযুক্ত কাপড় ব্যবহার করুন। ডিপ ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে থাকার কারণে দুর্গন্ধ ছড়ায় বেশি।

বহুদিনের ব্যবহারে ফ্রিজের দরজার কোনায় থাকা রবারটি আঠালো হয়ে যায়। তেমনটা হলে জলে ভিনেগার মিশিয়ে কাপড় ও ব্রাশের সহায়তায় ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন।

ফ্রিজের ভেতরের অংশ পরিষ্কার হয়ে গেলে ভিনেগার মেশানো পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ফ্রিজের বাইরের অংশটাও ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করে নিন। এবার ড্রয়ার ও তাকগুলো ফ্রিজের ভেতরে রাখুন।

ফ্রিজের ভেতরটা ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ফ্রিজের সুইচ অন করুন এবং সব সেটিং ঠিক আছে কি না, দেখে নিন।

ফ্রিজ অন করার পর দেখুন ভেতরটা ঠান্ডা হচ্ছে কি না। এরপর ফ্রিজে রাখা খাবারের বাক্স, বোতল সবকিছু শুকনা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে আবারও ফ্রিজে রেখে দিন। ফ্রিজের ভেতরে বাজে গন্ধ?

ফ্রিজের ভেতরে বাজে গন্ধ দূর করতে সহকারী অধ্যাপক সুমাইয়া হোসেনের কিছু পরামর্শ

ফ্রিজের ভেতরটা পরিষ্কারের সময় হালকা গরম পানির সঙ্গে ভিনেগার দিয়ে পরিষ্কার করুন, দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

এক টুকরা লেবু ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিন, গন্ধ চলে যাবে।

শুকনা ওটমিল বাটিতে করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলে দুর্গন্ধ চলে যাবে। কফি দুর্গন্ধ শোষক। ফ্রিজের মধ্যে কফির গুঁড়া রেখে দিলে দুর্গন্ধ চলে যাবে।

এক টুকরা কাঠের কয়লা ফ্রিজে রেখে দিলে ফ্রিজের দুর্গন্ধ দূর হয়। ফ্রিজের দুর্গন্ধ দূর করতে এক বাটি বেকিং সোডাও রেখে দিতে পারেন। ভ্যানিলা এসেন্সে ভেজানো ছোট ছোট তুলার টুকরা ফ্রিজে রাখলে দুর্গন্ধ দূর হয়ে সুন্দর গন্ধ ছড়াবে। ফ্রিজের তাপমাত্রা ঠিক রাখুন। তাপমাত্রার অস্বাভাবিকতার কারণে জীবাণু জন্মাতে পারে। ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে। ফ্রিজে তাপমাত্রার আদর্শ মান ৩৫-৩৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ১ দশমিক ৬ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় খাবার টাটকা থাকবে, কিন্তু বরফ জমবে না। ডিপ ফ্রিজের আদর্শ তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ১৭ দশমিক ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ফ্রিজে বাতাস ঢুকবে না এমন বাক্সে খাবার বা মসলা, বিশেষ করে রসুন, পেঁয়াজবাটা ইত্যাদি রাখুন। এতে খাবারের গন্ধ বাইরে ছড়াতে পারবে না। ফ্রিজও গন্ধ হবে না।

গরমে খান ঝিঙে পোস্ত

উপকরণ: ঝিঙে ১ কেজি, আলু ২টি, কাঁচা মরিচ ১০-১২টি, পোস্ত ২ টেবিল চামচ, সাদা সরিষা ১ টেবিল চামচ, কোরানো নারকেল পরিমাণমতো, চিনি ২ চা-চামচ, সরিষার তেল আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো, হলুদ পরিমাণমতো, কালিজিরা ১ চা-চামচ। প্রণালি: ঝিঙে ফালি করে টুকরো করুন। আলু কেটে নিন। কাঁচা মরিচসহ সরিষা বেটে নিন। দুই টেবিল চামচ পরিমাণ নারকেল বেটে নিন। পোস্তদানা বেটে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে কালিজিরা, কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিন। আলুর টুকরো কড়াইয়ে ছেড়ে সামান্য লবণ, হলুদ দিয়ে লাল করে ভেজে তার মধ্যে ঝিঙে ছেড়ে দিয়ে আবার ভাজুন। ঝিঙে থেকে বের হওয়া পানি না শুকানো পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এবার ২ চা-চামচ চিনি ও পরিমাণমতো লবণ দিন। তারপর আগে থেকে বেটে রাখা নারকেল কড়াইয়ে ছেড়ে দিয়ে নাড়ুন। এবার আগুনের আঁচ কমিয়ে ৩-৪ মিনিট কড়াইটা ঢেকে রাখুন। ৩-৪ মিনিট পর চেরা কাঁচা মরিচ, ২ টেবিল চামচ সরিষার তেল ছড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দিয়ে আবার পাত্রটি ঢেকে রাখুন। ৫ মিনিট সময় দিয়ে এবার নারকেল কোরা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন ঝিঙে পোস্ত।

রাত্রি ভাত না রুটি? কোনটা খাওয়া উচিত

কেউ বলবেন ভাত, তো কারও পছন্দের তালিকায় রয়েছে রুটি। ভাতের প্রতি অতিরিক্ত ভাললাগার কারণে বাঙালিদের "ভেতো" বলে একটা বদনাম আছে। তাই ডিনারেও তাদের পছন্দ গরম গরম ভাত। কিন্তু যারা স্বাস্থ্য সচেতন, তারা রাতের মেনু বদলে নিয়েছেন। আজকাল ভাতের বদলে রুটিতেই ভরসা রাখছেন অনেকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ভাত-রুটি কোনওটাই নয়। খেলেও খুব কম পরিমাণে খাওয়া ভাল। কারণ, সমস্যা কার্বোহাইড্রেটে।

রাতে ভাত বেশি কেন নয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক প্লেট ভাতে (অর্থাৎ প্রায় ৮০ গ্রাম) প্রায় ২৭২ ক্যালোরি থাকে। সন্ধের পর কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলাই উচিত। বিশেষ করে হাই সুগার, ডায়াবেটিস, ওবেসিটির সমস্যা থাকলে তো নয়ই। ঘুমনোর আগে কার্বোহাইড্রেট শরীরে গেলে গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টোস্টেরন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাতে খুব বেশি ভাত খেলে ডায়াবেটিস, ওবেসিটির মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। ভাতে ফাইবারও কম থাকে। ফলে, হজমেরও সমস্যা হতে পারে।

রাতে বেশি রুটির ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? আটা বা ময়দা, যে কোনও ধরনের রুটিতেই কার্বোহাইড্রেট থাকে। ২০ থেকে ২৫ গ্রাম আটায় তৈরি একটা রুটিতে থাকে প্রায় ৭০ ক্যালোরি। এ বার পাতে ক'টা রুটি খাচ্ছেন, সেই মতো হিসেব করে নিন কতটা ক্যালোরি শরীরে যাচ্ছে। এক টুকরো রুটিতে ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দৈনিক পুষ্টির মাত্র ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থেকে নেওয়া উচিত।

গরমে বার বার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন? তাতে ত্বকের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না তো?

রোদের তাপ লেগে মুখ একেবারে জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে থেকে ঘুরে এলেই জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুচ্ছেন। ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে জল দিয়ে মুখ ধোয়া ভাল। বার বার জল দিয়ে মুখ ধুলে ত্বকের উপরিভাগে জমা তেল, ধুলো-বালি সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে, মতভেদও আছে। অনেকেই মনে করেন বার বার মুখ ধুলে ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তেই পারে।

এ বিষয়ে নেটপ্রভাবী এবং ত্বকের চিকিৎসক রিঙ্কি কপূরের মত, মুখ ধোয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও সূত্র নেই। সারা দিনে কে কত বার মুখ ধোবেন বা ধোবেন না, তা নির্ভর করে ত্বকের ধরনের উপর। যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা। যে নিয়ম তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই একই নিয়ম স্পর্শকাতর কিংবা শুষ্ক ত্বকের ক্ষেত্রে খাটে না। তার জন্য আগে ভাল কোনও চিকিৎসকের কাছে গিয়ে নিজের ত্বক পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

১) তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে দিনে দু'বার জল দিয়ে মুখ ধোয়াই যথেষ্ট। এক বার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং এক বার রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে।

২) শুষ্ক বা স্পর্শকাতর ত্বক হলে মুখ ধোয়ার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বার বার মুখ ধুলে ত্বকের নিজস্ব তেল ধুয়ে যায়। অর্থাৎ ময়েশ্চার নষ্ট হয়। ফলে ত্বক আরও শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। স্পর্শকাতর ত্বকের ক্ষেত্রে তা আরও সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে সকালে এক বার মুখ ধোয়াই যথেষ্ট। তবে বাইরে বেরোলে কিন্তু সে নিয়ম খাটবে না। বাড়ি ফিরে অবশ্যই এক বার মুখ ধুয়ে নিতে হবে। শারীরিক সমস্যায় কিংবা আবহাওয়া পরিবর্তনে ত্বকের ধরন অনেক সময়েই পাল্টে যায়। তৈলাক্ত ত্বকও শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। আবার শুষ্ক ত্বক অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়ে যায়। তাই ত্বকের যত্ন করতে গেলে ত্বক কী চাইছে তা বুঝতে পারাও জরুরি।

বয়ঃসন্ধির সময়ে ব্রণর সমস্যা

বয়ঃসন্ধির সময়ে হরমোনের হেরফেরে ছেলেমেয়েদের মুখে প্রায়ই ব্রণ হয়। তবে, ব্রণ হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। কম বয়সে যেমন ব্রণ হয়, তেমন বেশি বয়সেও ব্রণ হতে পারে। শরীরে জলের ঘাটতি, রোজ রোজ রেস্তরাঁর তেলমশলাদার খাবার খাওয়ার প্রবণতা, নিয়মিত ত্বকের পরিচর্যা না করার কারণেও ব্রণ হয়। তবে, হরমোনের হেরফেরে যদি ব্রণ হয়, তা শুধু বাইরে থেকে পরিচর্যা করে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না।

তার জন্যে কী কী করতে হবে?

১) ত্বকের যত্ন নিন: মুখে ব্রণর দাপট নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম শর্ত হল মুখ পরিষ্কার রাখা। তার জন্য নিয়মিত মাইল্ড কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। সঙ্গে টোনার এবং ময়েশ্চারাইজারও ব্যবহার করা প্রয়োজন। মুখে বাড়তি তেল বা সেবাম থেকে ব্রণর সমস্যা বেড়ে যায়। তাই দিনে যত বার এই নিয়ম মেনে চলতে পারবেন, তত ভাল।

২) মানসিক চাপ: মানসিক চাপ বাড়তে থাকলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে হরমোনের উপর। তাই পরোক্ষ ভাবে হলেও মুখে ব্রণর উৎপাত বেড়ে যাওয়ার পিছনে উদ্বেগ বা মানসিক চাপের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ঘরে-বাইরে নিত্য দিন বাড়তে থাকা এই চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে ধ্যান, প্রাণায়াম কিংবা মেডিটেশন অভ্যাস করতে পারেন।

৩) প্রসাধনী: ভাল সংস্থার কিংবা দামি প্রসাধনী বলেই যা খুশি মুখে মেখে ফেলা উচিত নয়। সব ধরনের প্রসাধনী কিন্তু সকলের ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয়। ত্বকের ধরন বুঝে প্রসাধনী তো কিনবেনই, কী কী উপাদান দিয়ে সেই প্রসাধনী তৈরি হয়েছে, তা-ও দেখে নেবেন। শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বার করতে হলে রোজ অন্ততপক্ষে আড়াই থেকে ৩ লিটার জল খেতেই হবে। ৪) পর্যাপ্ত জল না খাওয়া: ত্বকের জেল্লাই বলুন, কিংবা ব্রণর সমস্যা শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে না পারলে কিছুই হবে না। শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বার করতে হলে রোজ অন্ততপক্ষে আড়াই থেকে ৩ লিটার জল খেতেই হবে। ৫) কম ঘুমোচ্ছেন না তো? কাজের চাপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবটা সামাল দিতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কোপ পড়েছে ঘুমের সময়ের উপর। তৎক্ষণাৎ তার প্রভাব চোখে না পড়লেও অপর্যাপ্ত ঘুম কিন্তু হরমোনের উপরেও প্রভাব ফেলে। তাই রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা না ঘুমোলে কিন্তু সমস্যা বাড়তে পারে।

কফির রসায়ন বিভিন্ন গুণ

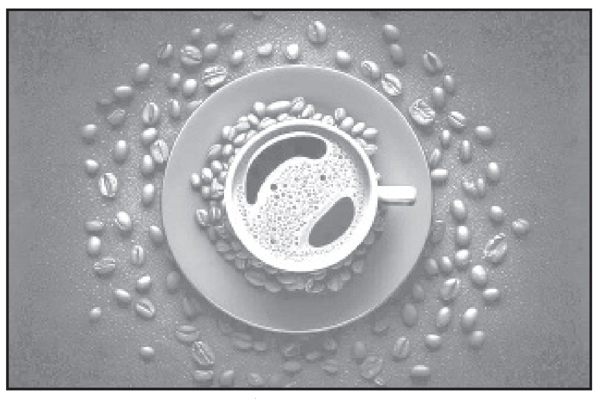

দুধে ভরা লাতে কিংবা সফেন বড় এক কাপ এসপ্রেসো। সারা বিশ্বে অনেকের সকালটা শুরু হয় এভাবেই। যা চাঙা রাখে সারাটা দিন। কিন্তু জানেন কি, প্রতিটি কফির কাপে ১ হাজারের বেশি জটিল রাসায়নিক আছে? যার মধ্যে রয়েছে অ্যাসিড, অ্যালকালয়েড, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন। আর এসব মিলেমিশেই তৈরি হয় কফির মন মাতাল করা গন্ধ

অ্যাসিড-কফিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড আছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড। এর দুটি যৌগিক গ্রুপ রয়েছে। এর একটি ডিক্যাফেয়েল অ্যাসিড, যার স্বাদ ধাতব এবং অন্যটি তেতো স্বাদের মনোক্যাফেয়েল অ্যাসিড। এই দুই অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয় কুইনিক এবং ক্যাফেয়িক অ্যাসিড। এরাই মূলত কফির তিতকুটে স্বাদের কারণ।

অ্যালকালয়েড-ক্যাফেইন ছাড়াও বীজ থেকে কফি উৎপাদনে আরও কিছু অ্যালকালয়েড তৈরি হয়। এর মধ্যে একটি ট্রাইগোনালিন। এটি বিভিন্ন ক্ষতিকারক অ্যাসিডের উপজাত এবং ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে। এ রকম আরও একটি যৌগের নাম পাইরিডাইন। এটি কফির মিষ্টি স্বাদেরও কারণ।

কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন-শুকনো কফির ওজনের অর্ধেকই কার্বোহাইড্রেট। সেই সঙ্গে কফির সুগন্ধি তৈরিতেও ভূমিকা রাখে এটি। অন্য দিকে কফির বীজ ভাজার সময় এর মুক্ত প্রোটিনগুলো চিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুগন্ধি যৌগ তৈরি করে।

ক্যাফেইন-ক্যাফেইন মূলত এক ধরনের অ্যালকালয়েড যা মানবমস্তিষ্কে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। এর ফলে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রেনালিন হরমোন নির্গত হয়। অন্য দিকে ক্যাফেইনের প্রভাবে এনজাইমের যৌগিক ধরন ভেঙে যায়। এ থেকে উৎপন্ন থিয়োব্রোমিন মস্তিষ্কে পুষ্টি ও অক্সিজেন---প্রবাহ বৃদ্ধি করে, প্যারাক্সেনথিন চর্বি ভাঙতে সহায়তা করে এবং থিয়োফাইলিন হার্ট রেট বাড়িয়ে দেয়।

ক্যাফেইন গ্রহণে সহনীয় মাত্রা প্রতিদিন ৪০০ মিলিগ্রাম। কিন্তু দিনে ১০ গ্রামের বেশি (৭৫ কাপ কফি) ক্যাফেইন গ্রহণ দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং এতে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ডোপামিন নিয়ন্ত্রণ-অ্যাডেনোসিন মস্তিষ্কে ডোপামিন নামক হরমোনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে, যা আনন্দ অনুভূতির কারণ। কফি খেলে যা হয়-ক্যাফেইন অ্যাডেনোসিনকে বাধা দিয়ে মস্তিষ্কের রিসেপ্টর সেলের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে। কফি না খেলে যা হয় অ্যাডেনোসিন সাধারণত মস্তিষ্কের রিসেপ্টর কোষের সঙ্গে বন্ধন তৈরি করে স্নায়ুকে শিথিল করে। এতে তন্দ্রাভাব হয়। সতর্কতা বৃদ্ধি-ক্যাফেইন তন্দ্রাভাব কাটিয়ে স্নায়ুকে জাগিয়ে তোলে। স্বাভাবিক উদ্দীপক অ্যাডেনোসিন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ডোপামিন খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এতে মন প্রফুল্ল থাকে।

দইয়ের নানা রেসিপি

উপকরণ: বেগুন ২৫০ গ্রাম, বেরেস্তা সিকি কাপ, টক দই সিকি কাপ, আদা ও রসুনবাটা আধা চা---চামচ করে, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, গরমমসলাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাজুবাটা ১ টেবিল চামচ, আস্ত জিরা ১ চিমটি, লবণ স্বাদমতো, চিনি সিকি চা-চামচ, তেল প্রয়োজনমতো এবং কাঁচা মরিচ ৪-৫টি।

প্রণালি: বেগুনগুলো মাঝারি আকারে লম্বা ফালি করে কাটুন। ধুয়ে হলুদ, মরিচ, লবণ মাখিয়ে তেলে ভাজুন। ব্লেন্ডারে টক দইয়ের সঙ্গে বেরেস্তা, কাজুবাটার পেস্ট ভালো করে মিশিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল সামান্য গরম করে আস্ত জিরার ফোড়ন দিন। তাতে ব্লেন্ড করা মসলা ও মরিচ, হলুদ, ধনে দিয়ে ভালো করে কষাতে থাকুন। তেল ওপরে উঠে এলে ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে দিন। এবার যোগ করুন কাঁচা মরিচ ও চিনি। বেগুনগুলো উল্টে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিন। পোলাও বা পরোটাজাতীয় যেকোনো খাবারের সঙ্গেই পরিবেশন করতে পারেন দই বেগুন।

চিকেন বাদামি কোরমা

উপকরণ: মুরগি ১ কেজি, বেরেস্তা পৌনে এক কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ চা---চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ২ চা---চামচ, হলুদগুঁড়া সিকি চা---চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা---চামচ, গরমমসলাগুঁড়া ১ চা---চামচ, টক দই সিকি কাপ, কাজু—পেস্তা মিশিয়ে বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ, আস্ত জিরা আধা চা—চামচ, দারুচিনি ৩ টুকরা, তেজপাতা ৪টি, কাঁচা মরিচ ১০টি, তেল আধা কাপ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: প্রথমে দই ও বেরেস্তা ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি বোলে মাংসের টুকরাগুলো বড় করে কেটে নিন। এই মাংসে সামান্য তেল, পেঁয়াজবাটা, আদা---রসুনবাটা, হলুদ, লাল মরিচগুঁড়া, জিরাবাটা, পোস্তবাটা, গরমমসলার গুঁড়া ও টক দইয়ের মিশ্রণ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ২ ঘণ্টা। এখন যে হাঁড়িতে মাংস রান্না করবেন, সেটা চুলায় বসান। হাঁড়িতে তেল গরম করে তেজপাতা ও গরমমসলার ফোড়ন দিন। ম্যারিনেটেড মাংসটা দিন। ধীরে ধীরে কষিয়ে মাংসের জলে সেদ্ধ হতে দিন। অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন ২০ মিনিট। মাংসটা একটু পরপর নেড়ে নেড়ে কষান। এবার মাংস অর্ধেক সেদ্ধ হলে বাদামবাটা দিয়ে আবারও অল্প আঁচে ঢেকে দমে রাখুন ২০ মিনিট। মাংস সেদ্ধ না হলে সামান্য গরম জল দেবেন। মাংস নরম হয়ে গেলে কাঁচা মরিচ ও কিশমিশ দিয়ে আবার পাঁচ মিনিট ঢেকে নামিয়ে নিন।

দই মাটন

উপকরণ: খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই আধা কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা---চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ৩ চা---চামচ, হলুদগুঁড়া সিকি চা---চামচ, ধনেগুঁড়া ২ চা---চামচ, গরমমসলাগুঁড়া ১ চা—চামচ, কাজুবাটা ১ টেবিল চামচ, বেরেস্তা আধা কাপ, সাদা গোলমরিচগুঁড়া আধা চা---চামচ, তেল বা ঘি আধা কাপ, চিনি সিকি চা—চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: একটি বাটিতে টক দই নিয়ে তার মধ্যে সব মসলা ভালো করে মেশান। চুলায় পাত্র বসিয়ে তেল গরম করে মসলার মিশ্রণটি ঢেলে কষান। এবার মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢেকে দিন। মাংস আধা সেদ্ধ হলে বেরেস্তা দিয়ে উচ্চ তাপে খুব ভালো করে কষান। ২ থেকে ৩ কাপ গরম জল দিয়ে অল্প আঁচে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। এবার চিনি দিন। সেদ্ধ হলে নামিয়ে পোলাও বা নানের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পুষ্টিকর রোজ ছাতুর শরবত খেলে ভাল

সকালে জিমে গিয়ে কসরত করেই ছুটে অফিস চলে যেতে হয়। হাতে খুব বেশি সময় থাকে না। এই গরমে বেশির ভাগ সময়েই ছাতুর শরবত খেয়েই কাজ চালিয়ে দেন। কোনও দিন ছাতুর সঙ্গে নুন, চিনি, কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস দেন। আবার ছাতুর সঙ্গে সামান্য পেঁয়াজ, লঙ্কা কুচি, জিরে গুঁড়ো দিয়ে খেতেও মন্দ লাগে না।

গরমে শরীর ঠান্ডা থাকে। পেটও ভরে। আবার, তৈরি করতে খুব বেশি সময়ও লাগে না। কিন্তু, রোজ ছাতুর শরবত খেতে তো ভাল লাগে না। ছাতু দিয়ে অন্য ধরনের পুষ্টিকর কী কী খাবার বানানো যেতে পারে?

ছাতুর পরোটা: দানাশস্য থেকে তৈরি আটার সঙ্গে ছাতু, জিরে গুঁড়ো, চাটমশলা মিশিয়ে জল দিয়ে প্রথমে মণ্ড তৈরি করে নিন। সেখান থেকে লেচি কেটে ময়দার গুঁড়ো ছড়িয়ে বেলে নিন। চাটুতে সেঁকে নিয়ে সামান্য সাদা তেল, মাখন বা ঘি ছড়িয়ে ভেজে নিন। গরম গরম পরোটা পরিবেশন করুন আচারের সঙ্গে।

ছাতুর প্যানকেক: জল দিয়ে ছাতু গুলে নিন। সামান্য বেকিং পাউডার, একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে নিন। মিষ্টি খেতে চাইলে সামান্য একটু গুড় মিশিয়ে নিতে পারেন। এ বার চাটুতে সামান্য তেল দিয়ে সাধারণ প্যানকেকের মতো করে ভেজে নিন। টক দই কিংবা সসদিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছাতুর লাড্ডু: মেদ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে মিষ্টি খান না। কিন্তু মাঝেমধ্যে মিষ্টি খাবার বাসনা এমন চেপে বসে যে তাকে কোনও মতেই আটকে রাখা যায় না। তবে, ছাতু দিয়ে স্বাস্থ্যকর মিষ্টি কিন্তু বানিয়ে ফেলা যায়। কী ভাবে বানাবেন? প্রথমে কড়াইতে কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম, নানা ধরনের বীজ হালকা করে ভেজে নিন। মিক্সিতে অল্প করে গুঁড়ো করে নিন। মিহি গুঁড়ো না হলেও চলবে। জলে ভিজিয়ে রাখা খেজুরগুলোও মিক্সিতে পেস্ট করে রাখুন। এ বার ছাতুর সঙ্গে সমস্ত উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে চটকে মেখে নিন। হাতে অল্প ঘি নিয়ে গোল করে পাকিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ছাতুর লাড্ডু।

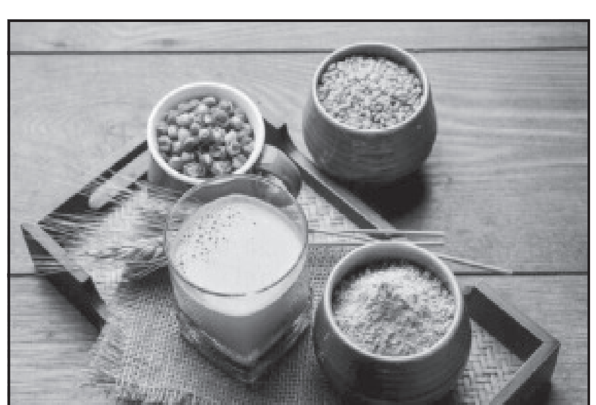

লোকসভা নির্বাচনের আগে দেবী সীতাকে স্মরণ কল্যাণের, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বলে কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থীর

হুগলি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): রাম নবমীর আগে দেবী সীতার স্মরণ নিলেন শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি। উল্লেখ্য, তিনিই ২০২১ সালে দেবী সীতার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে তুমুল সমালোচিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, এবার আর তিনি কোনও আপত্তিকর মন্তব্য করেননি। বরং একসঙ্গে সকলে মিলে রাম নবমী উদযাপনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, নিজেও তিনি রাম নবমীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। কল্যাণ বলেন, শ্রীরামের সঙ্গে মা সীতার নামও নিতে হবে। শ্রীরাম মা সীতার জন্য এত বড় যুদ্ধ করেছিলেন। তাই মা সীতার নামও নেওয়া উচিত। আমাদের বলা উচিত জয় সীতা রাম।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার চাঁপাদানিতে নির্বাচনী প্রচারের সময় কল্যাণ ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'জয় শ্রীরাম নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই।' আমিও শ্রীরামের পূজা করি। ওরা (বিজেপি) শ্রীরামের পূজা করে না, তারা স্লোগান দেয়। সবাই নিজের মত করে রাম নবমী উদযাপন করুন। রাম নবমী একটি উৎসব। ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার। আমরা একসঙ্গে দুর্গাপূজা পালন করি। একসাথে ঈদ উদযাপন করি। তাই আমরা একসঙ্গেই রাম নবমী উদযাপন করব। আমিও যোগ দেব।''''''' কল্যাণ ব্যানার্জী এদিন আরও বলেন, '''''''বিজেপি অশান্তি ছড়াতে চায়। সকাল থেকে দেখলাম এলাকায় শুধুই তৃণমূল, বিজেপি কোথাও নেই। তাই তারা রাম নবমীর সময় দাঙ্গা করতে চায়। আসুন আমরা একসাথে রাম নবমী উদযাপন করি।''''''' কল্যাণ ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন যে, কিছু স্থানীয় বিজেপি নেতা দাঙ্গা করতে অর্থ ব্যয় করছে।

এনিয়ে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবির শঙ্কর বোস কটাক্ষ করেছেন কল্যাণকে। বুধবার সকালে হিন্দুস্তান সমাচারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে কবির বলেন, 'এখন কল্যাণ ব্যানার্জিও বুঝতে পেরেছে যে শ্রীরাম ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।

মানুষ শ্রীরামের ভক্ত। তাই তৃণমূল প্রার্থী হিন্দু ভোটারদের আকৃষ্ট করতে এমন কথা বলছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই তোষণের রাজনীতি করেছে। এই তৃণমূল প্রার্থী নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তিনিই দেবী সীতাকে অপমান করেছিলেন। তিনি (কল্যাণ) সেই একই লোক, যাঁর সামনে কেউ শ্রীরামের নাম নিলে রেগে যান। জনগণ এটাই বলছে, যারা শ্রীরামকে অধিষ্ঠিত করেছেন, তাদেরই জিতিয়ে আনব। মানুষ নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আছে। জনগণের আশীর্বাদ রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। নির্বাচনের সময় শ্রীরাম ও দেবী সীতার প্রতি তৃণমূল প্রার্থীর প্রীতির আসল কারণ হলো ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, এছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

চ্যাম্পিয়নস লিগ : রিয়ালের প্রতিশোধ নেয়ার ম্যাচ, ভয় করি না, বলছেন গার্দিওলা

ম্যানচেস্টার, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচ।মুখোমুখি রিয়াল ও ম্যানচেস্টার সিটি। খেলা হবে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে। এটি কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়ালের ফিরতি লেগ। এর আগে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৬ গোলের থ্রিলারের প্রথম লেগে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে দুই দল।চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি আর ইউরোপের সেরা সফল ক্লাব রিয়াল। রিয়াল ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন। এর মধ্যে সর্বশেষ ১৩ মরসুমের মধ্যে ১১ মরসুমেই শেষ চারে উঠেছিল রিয়াল। যে কারণে এই ম্যাচে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে রিয়াল।তবে রিয়ালকে নিয়ে শঙ্কিত নয় সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা। তিনি জানিয়েছেন, ''তাদেরকে সম্মান করি, কিন্তু ভয় করি না।এই দুই দলের শেষ ৫ সাক্ষাৎকারে গোল হয়েছে মোট ২৩টি। গত মরসুমে চ্যাম্পিয় লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রিয়ালকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল সিটি। আর সেই কারণেই রিয়ালের সামনে এদিন রয়েছে প্রতিশোধ নেওয়ার হাতছানি।

রামনবমীতে প্রথম সূর্য্যাভিষেক রামলালার

অযোধ্যা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার রামনবমী। রামনবমী তিথি উপলক্ষে অযোধ্যার রাম মন্দিরে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রামনবমীর দিন প্রায় ২৫ লক্ষ ভক্তের সমাগম হতে পারে। রামলালার দর্শন পেতে অযোধ্যায় আসতে পারেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত। তাদের জন্য ভোর থেকেই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

৫০০ বছরের অপেক্ষার পর ঘরে ফিরেছেন রামলালা। অযোধ্যায় তৈরি হয়েছে রাম মন্দির। সেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন পাঁচ বছরের বালক রূপে রামলালা। রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পর এটাই প্রথম রামনবমী। আর এই রামনবমীই বিশেষ হয়ে উঠবে রামলালার সূর্য্য অভিষেকের মাধ্যমে।

জানা গিয়েছে, রামলালার যখন সূর্য্য অভিষেক হবে, তখন পুরো মন্দির চত্বরে ভগবান রামের মন্ত্র ও স্তুতি জপ করা হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে শ্রীরামের জন্ম হয়েছিল।

উল্লেখ্য, রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই আগেই জানিয়েছিলেন, রামনবমীর দিন মঙ্গলারতির পর ভোর সাড়ে তিনটা থেকেই মন্দির খুলে দেওয়া হবে। রামলালার শুদ্ধিকরণ, অলঙ্করণ ও দর্শন চলবে। রাত ১১টা পর্যন্ত দেখা যাবে রামলালাকে। অর্থাৎ এদিন ১৯ ঘণ্টা মন্দিরের দরজা খোলা থাকবে রামলালার দর্শনের জন্য। রামলালাকে ভোগ নিবেদনের সময় মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য পর্দা বন্ধ থাকবে। এরপরে ভক্তরা আবার রামলালার দর্শন করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, রামনবমী উপলক্ষে রামমন্দিরে আগত ভক্তদের মধ্যে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১ লাড্ডু প্রসাদ বিতরণ করা হবে। দেবরাহা হংস বাবা ট্রাস্টের তরফে এই লাড্ডু পাঠানো হয়েছে।

জমি কেলেঙ্কারি মামলায় আরও ৪ জনকে গ্রেফতার ইডির

রাঁচি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): লোকসভা ভোটের মুখে আবার ৪ জনকে গ্রেফতার করল ইডি। জানা গিয়েছে, জমি কেলেঙ্কারির মামলায় জেএমএম নেতা অন্তু তিরকে, প্রিয়রঞ্জন সহায়, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী বিপিন সিং এবং ইরশাদকে গ্রেফতার করেছে ইডি। জানা গিয়েছে, তাদের বাড়িতে অভিযান চালানোর পরে মঙ্গলবার গভীর রাতে তাদের রাঁচিতে ইডি অফিসে আনা হয় এবং পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে নতুন করে চারজনকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

আর এই নিয়ে জমি দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮।

প্রসঙ্গত, এর আগে হেমন্ত সোরেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই ইডি তাকে গ্রেফতার করে এই মামলায়।

সাকিবদের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ

মিরপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন স্পিন বোলিং কোচ হলেন প্রাক্তন পাকিস্তানি স্পিনার মুশতাক আহমেদ। মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তা জানিয়েছে।চলতি মাসেই জিম্বাবুয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে।সেই সিরিজের প্রস্তুতি ক্যাম্পে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন মুসতাক আহমেদ। পাকিস্তানের এই বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন লেগ স্পিনার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের স্পিন বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন মুশতাক। ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাকিস্তানের বোলিং পরামর্শক ছিলেন।মুশতাক ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহকারী কোচ ও স্পিন বোলিং পরামর্শক হন। ২০২০ সালের জুনে ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান দলের স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ রাহুল গান্ধী এবং অখিলেশ যাদবের

গাজিয়াবাদ, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বুধবার যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। দুজনেই এদিন সকালে গাজিয়াবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেয়।

রাহুল বলেন, সমাজের উন্নয়নের জন্য জণগননা প্রয়োজন। লোকসভা নির্বাচন আদর্শের নির্বাচন। জোট সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা করছে। লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রধান বিষয়বস্তু হল বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি। কংগ্রেস নেতা এদিন আরও বলেন, আজ সব টাকা ২০-২৫ জনের কাছে রয়েছে। একারণে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে। কৃষকরা তাঁদের ফসলের ন্যায্য মূল্য দাবি করছে, কিন্তু মোদী সরকার শুনছে না।

নির্বাচনে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আইএনডিআই জোট সরকার গঠন করবে। জোট সরকার দরিদ্র মহিলাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং বেকারদের সর্বাধিক কর্মসংস্থান দেবে।

সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বলেন, জোট গাজিয়াবাদ থেকে গাজিপুর পর্যন্ত জিতবে। তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ করে তিনি বলেন, এখন লুট এবং মিথ্যা প্রচার করা এনডিএ জোটের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোটকে বিঘ্নিত হতে না দেওয়ার জন্য তিনি কর্মীদের সতর্ক করেন। যেকোনও মূল্যে বুথ পাহারা দেওয়ার কথাও বলেন অখিলেশ। উভয় নেতাই গাজিয়াবাদ থেকে ডলি শর্মা, বাগপত থেকে অমরপাল শর্মা, গৌতম বুদ্ধ নগর থেকে ড. মহেন্দ্র নাগর এবং বুলন্দশহর থেকে বাল্মিকিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন।

ছেলের সঙ্গে খেলার জন্য আবারো পেশাদার ফুটবলে ফিরছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোমারিও

ব্রাসিলিয়া, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অবসর ভেঙে আবারও পেশাদার ফুটবলে ফিরছেন ব্রাজিলের ৫৮ বছর বয়সী কিংবদন্তি ফুটবলার রোমারিও। এই ফুটবলার ২০০৯ সালে অবসর নিয়েছিলেন। নিজের এক স্বপ্ন পূরণের জন্যই আবারও অবসর ভেঙে ফিরছেন তিনি।এই মুহূর্তে রিও ডি জেনিরোর ক্লাব আমেরিকার সভাপতি রোমারিও। এই ক্লাবের হয়ে প্রতিযোগিতায় কিছু ম্যাচ খেলবেন তিনি। কারণ তার ছেলে রোমারিনিওতে গত মাসে চুক্তি করিয়েছে আমেরিকার। তাই তাঁর ছেলের সঙ্গে তিনি খেলতে চান। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে তিনি অবসর ভেঙে ফিরতে চান।

শুক্রবার পর্যন্ত একাধিক রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা আবহাওয়া দফতরের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। হু হু করে চড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা। তার সঙ্গেই বইছে ভয়ংকর লু। আগামী কয়েকদিনের জন্য তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। আবহাওয়ার আপডেট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানার জন্য লু অ্যালার্ট রয়েছে।

জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে জারি করা হয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। ১৭ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। ইতিমধ্যেই হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে এ রাজ্যে।

বুধবার কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ, দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার সকাল থেকে আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। গরমের পাশাপাশি সারাদিন অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্কতাও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। গরমে সুস্থ থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণে জলপানের পরামর্শ দিয়েছে তারা। প্রয়োজন না পড়লে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেরোতেও বারণ করা হয়েছে।

কর্মিসভার আগে অন্ডালে আক্রান্ত বিজেপিকর্মী, অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): কর্মিসভার আগেই অন্ডালে মাথা ফাটল বিজেপিকর্মীর। মারধরে আক্রান্ত তার ভাই। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের কাজোড়া লছিপুর এলাকায়। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূলের দিকে। আক্রান্ত বিজেপিকর্মী সঞ্জয় চৌধুরী স্থানীয় বিজেপির মন্ডল সভাপতি। এছাড়াও তার ভাই সংগ্রাম চৌধুরী আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, সোমবার বিকালে বিজেপির কর্মিসভা ছিল আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী এস এস আলুওয়ালিয়ার। সঞ্জয় চৌধুরী বলেন,'' তাঁর একটি দোকান রয়েছে। তাঁদের জনসভার আগে দোকানে তৃণমূলকর্মী দিলীপ আঁকুড়িয়া সাবান কিনতে আসে। ওই সময় দোকানে ছিল তাঁর ভাই সংগ্রাম চৌধুরী। সেই সাবান নিয়ে বচসা সৃষ্টি হয়। এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে দিলীপ আঁকুড়িয়া। তারপর আচমকা ভাইয়ের গলায় নখ দিয়ে আঁচড়ে দেয়।' খবর পেয়ে দোকান আসে সঞ্জয়। অভিযোগ তখনই রড, লাঠি, ধারালো দা নিয়ে বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় দিলীপ আঁকুড়িয়া। ওইসময় অন্ডাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশকে দেখে তখনকার মত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অভিযোগ, পুলিশ এলাকা ছাড়তেই আবার হামলা হয় সঞ্জয় চৌধুরীর ওপর। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় তার।

এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিষ্ণুদেব নুনিয়া বলেন,''মদের দোকান আছে ওই বিজেপি নেতার। মদের দোকানে মারামারি হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীও রয়েছে।' আসানসোল বিজেপির সংগঠনিক জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি বলেন ''ভয় দেখিয়ে, লাঠি দেখিয়ে বিজেপিকে আটকে রাখা যাবে না।' রাতেই আহত ওই কর্মীকে দেখতে তার বাড়িতে যান বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রীনগরে বিতস্তা নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু ৬ জনের, শোকস্তব্ধ উপ-রাজ্যপাল সিনহা

শ্রীনগর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল শ্রীনগরের বিতস্তা (ঝিলম) নদীতে। মঙ্গলবার সকালে একটি নৌকা বিতস্তা নদীতে ডুবে যায়। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং ৩ জনকে উদ্ধার করে শ্রীনগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। নৌকায় মোট ১৫ জন ছিলেন, তাঁরা ঝিলম নদী পেরিয়ে শ্রীনগরের বাটওয়ারা থেকে গান্দবাল যাচ্ছিল, সেই সময় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে। ৬ জনের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।

শ্রীনগরের গান্দবাল-নওগাম এলাকায় ঝিলম নদীতে নৌকাডুবির ঘটনা প্রসঙ্গে ডিসি শ্রীনগর, ডঃ বিলাল মহিউদ্দীন ভাট বলেন, 'সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ একটি নৌকা ডুবে যায়। ওই নৌকায় ৭ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক-সহ ১৫ জন ছিল। ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকি ৩ জনকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং সেনাবাহিনীর দল উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।'

রাম নবমীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : রাম নবমী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাম মন্দির নির্মাণের বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ' সারাদেশ জুড়ে আমার পরিবারের সদস্যদের ভগবান শ্রী রামের জন্মবার্ষিকী রাম নবমীতে শুভেচ্ছা। এই উৎসব উপলক্ষে আমার হৃদয় আবেগ এবং কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।এটা শ্রী রামের পরম কৃপা যে এই বছর আমি আমার কোটি কোটি দেশবাসীর সঙ্গে অযোধ্যায় শ্রী রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হয়েছি'। মোদী আরও লিখেছেন, 'এটি প্রথম রাম নবমী যখন আমাদের রাম লালা অযোধ্যার রাম মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।রাম নবমীর এই উৎসবে আজ অযোধ্যা আনন্দে এই উৎসব পালন করছে। ৫ শতক অপেক্ষার পর আজ আমরা অযোধ্যায় এভাবে রাম নবমী উদযাপন করার সৌভাগ্য পেয়েছি। দেশবাসীর এত বছরের কঠোর তপস্যা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।'

অসমে আসাম রাইফেলস-এর কনভয়ের ওপর সন্দেহভাজন উগ্রপন্থীর গুলি হামলা, জখম জওয়ান

তিনসুকিয়া (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত মার্ঘেরিটায় আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানবাহী তিনটি গাড়ির ওপর গুলি হামলা করেছে সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী আলফা-স্বাধীনের দল।

তিনসুকিয়ার পুলিশ সুপার গৌরব অভিজিৎ দিলীপ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, আজ মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮ থেকে সাড়ে ৮—টার মধ্যে ঘটনাটি শুরু হয়।

উভয়পক্ষের গোলাগুলি চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা।

তিনি জানান, অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং থেকে মার্ঘেটা (অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত) আসার পথে নামধাং-এর কাছে আসাম রাইফেলসের ৩১ নম্বর ব্যাটালিয়নের তিনটি গাড়ির কনভয়ের ওপর অতর্কিত হামলা করে সন্দেহভাজন আলফা—স্বাধীনের দল। জবাবি হামলা করেন আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা।

এনকাউন্টারের সময় হাবিলদার ওম প্রকাশ নামের একজন জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে জানান পুলিশ সুপার।

ভুয়ো ভিডিও থেকে দূরে থাকার বার্তা আমিরের মুখপাত্রের

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): সমাজমাধ্যমে 'ডিপ ফেক' নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে গত কয়েক বছর থেকেই। এই ধরনের ছবির শিকার হয়েছেন একাধিক বলিউড তারকা। তালিকায় রয়েছেন রশ্মিকা মন্দানা, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। এ বার ভুয়ো ছবির শিকার হলেন আমির খান। এই মিথ্যে ভিডিও থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন আমিরের মুখপাত্র।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। যেখানে আমির খানকে দেখা গিয়েছে নির্দিষ্ট দলের হয়ে ভোটের প্রচার করতে। ভিডিও ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছেন অভিনেতা। তাঁর টিমের মুখপাত্র এই বিষয়ে সরব হয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ৩৫ বছরের কেরিয়ারে কোনও রাজনৈতিক দলের মুখ হননি আমির। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কাজে যুক্ত হয়েছেন একাধিকবার। ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে তাই অবাক সকলেই। কোনও নির্দিষ্ট দলের হয়ে কোনও দিনই প্রচার করেননি আমির। এই ভিডিও সম্পূর্ণ মিথ্যে ও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল দপ্তরে এই প্রসঙ্গে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে আমিরের তরফে। শুধু তাই নয়, সবাইকে তিনি এই মিথ্যে ভিডিও থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত, প্রথম আদিত্য শ্রীবাস্তব

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর ২০২৩ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন আদিত্য শ্রীবাস্তব। দ্বিতীয় হয়েছেন অনিমেশ প্রধান এবং তৃতীয় হয়েছেন ডোনুরু অনন্যা রেড্ডি।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) বিভিন্ন সেবায় নিয়োগের জন্য ১,০১৬ জন প্রার্থীকে (৬৬৪ পুরুষ এবং ৩৫২ জন মহিলা) সুপারিশ করেছে। চূড়ান্তভাবে যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে শীর্ষ পাঁচে তিনজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা প্রার্থী রয়েছে।

রাম নবমীর উৎসব সকলের জীবনে শান্তি, সুখ এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : রাম নবমীর উৎসব সকলের জীবনে শান্তি, সুখ এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবে, এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি একথা লিখেই দেশবাসীকে রাম নবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে দেশবাসীকে রাম নবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সমস্ত দেশবাসীকে রাম নবমীর শুভেচ্ছা। আশা করছি এই উৎসব সকলের জীবনে সংযম, ত্যাগ, মর্যাদা, সত্য, সেবা ও সহমর্মিতার মহান আদর্শ ছড়িয়ে দেবে। সবার জন্য শান্তি, সুখ এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবে।'

একনাথ খাডসেকে হত্যার হুমকি দাউদ-ছোটা শাকিল গ্যাংয়ের

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেস পার্টি (এসপি)-র নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী একনাথ খাডসেকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে দাউদ-ছোটা শাকিলের দল। জলগাঁও জেলার মুক্তাই নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন খাডসে। বুধবার একনাথ খাডসে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন। পুলিশ জানায়, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল নেতাকে চারটি

আরজেডি বিহারকে শুধুমাত্র জঙ্গলরাজ ও দুর্নীতি দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

গয়া, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): আরজেডি বিহারকে শুধুমাত্র জঙ্গলরাজ ও দুর্নীতি দিয়েছে। কটাক্ষ করে বললেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিহারের গয়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আরজেডি ক্ষমতায় থাকলে বিহারের যুবকরা নিজেদের মোবাইলও চার্জ করতে পারত না।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আরজেডি শাসনকালে অপহরণ এবং মুক্তিপণ বিহারে একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল, মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারতেন না এবং গয়ার মতো অনেক এলাকা নকশাল হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। আরজেডি বিহারের বহু পরিবারকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।'

বিরোধীদের আইএনডিআই জোটকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এখন আইএনডিআই জোটের দলগুলি দেশকে নিয়ে এই লুটপাটের খেলা খেলতে চায়। যখন তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তখন এই দলগুলি মোদীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। মোদী যখন বলে দুর্নীতি দূর করো, তারা বলে দুর্নীতিবাজদের বাঁচান। আইএনডিআই জোটের নেতারা মনে করেন, বিহারের মানুষ তাদের মতামতের সঙ্গে একমত হবেন। স্মার্ট ফোনের যুগে বিহারের যুবকরাও জঙ্গলরাজের এই নেতাদের সঙ্গে যাবে না। লণ্ঠন যুগের এই মানুষজন জনসাধারণকে আধুনিক যুগে যেতে দেবে না।'

শুধুমাত্র বিজেপি ও এনডিএ বড় কিছু করার ক্ষমতা রাখে : প্রধানমন্ত্রী

পূর্ণিয়া, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): শুধুমাত্র বিজেপি ও এনডিএ বড় কিছু করার ক্ষমতা রাখে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিহারের পূর্ণিয়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আগে প্রতিবেশী দেশগুলি এখানে হামলা করে চলে যেত, আমাদের সেনারা প্রতিদিন সীমান্তে শহীদ হতো। আপনাদের মন চাইত, ঘরে ঢুকে ওদের মারব। মোদী আপনাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছে এবং ফলাফল হল যে দেশ আমাদের দিকে চোখ দেখাত, সেই দেশ বাটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আগামী ৫ বছরের কাজের জন্য সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে বিজেপি। এই সংকল্প পত্রে মোদী গ্যারান্টি দিয়েছে যে দেশের সমস্ত অভাবী মানুষ ভবিষ্যতেও বিনামূল্যে রেশন পেতে থাকবে। মোদী গ্যারান্টি দিয়েছে, আমরা দরিদ্র, বঞ্চিত এবং দলিতদের কল্যাণ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি প্রত্যেক অভাবী মানুষের কাছে নিয়ে যাব।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আপনাদের স্বপ্ন মোদীর সংকল্প। তাই গ্রাম, দরিদ্র, দলিত, বঞ্চিতরা কয়েক দশক ধরে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, মোদী ১০ বছরে সমাধান করেছে। দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে, আমরা তাঁদের জন্য দিনরাত কাজ করেছি। দেশের ৪ কোটি গরিব মানুষ প্রধানমন্ত্রী আবাস পেয়েছেন।'

এবার থেকে ভারত-পাকিস্তান আর এশিয়া কাপ আয়োজন করতে পারবে না, এমনই নির্দেশিকা আসছে

দুবাই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দুই দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারনে কেউ কারো দেশে গিয়ে খেলতে চায় না। গত এশিয়া কাপ করা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে।বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের ম্যাচ হয় শ্রীলঙ্কায় হয়েছিল।এমন জটিল পরিস্থিতিতে আর পড়তে চায় না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল(এসিসি)। ভবিষ্যতে এশিয়া কাপ এই দুই দেশের

বাঁকুড়ায় রামনবমীর শোভা যাত্রায় কড়া পুলিশি নজরদারীর ব্যবস্থা

বাঁকুড়া, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় রামনবমীর শোভাযাত্রা ও উৎসব পালিত হল বাঁকুড়ায়। একদিকে মিছিলে যুবাদের উন্মাদনা অপরদদিকে পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল এদিনের এই শোভাযাত্রায়। লক্ষাধিক ভক্তের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে তুলতে উদ্যোক্তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন তৎপর ছিল। বাঁকুড়া শহরের একপ্রান্ত পাঁচবাগা থেকে মহা শোভাযাত্রা শুরু হয়। এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা জানান যে লক্ষাধিক মানুষ এদিনের শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। এদিনের শোভাযাত্রায় শ্রী রামের একখন্ড ইতিহাস তুলে ধরা হয়। মহা শোভাযাত্রার সূচনাস্থল পাঁচবাঘা থেকে সমাপ্তি স্থল হিন্দু স্কুল মাঠ। এই এলাকা কড়া পুলিশি নজরদারিতে মুড়ে ফেলা হয়েছিল।শোভাযাত্রার সঙ্গে এবং রাস্তার দুপাশে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এলাকার সি সি টিভিগুলিতে কড়া নজরদারী রাখা হয়েছিল। রাস্তার ধারে থাকা কিছু বাড়ির ছাদেও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পাশাপাশি ড্রোন উড়িয়েও নজরদারি চালানো হয়। শহরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মাচানতলায় অবস্থিত মসজিদের নিরাপত্তার জন্য রাস্তার একটি অংশ ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে শোভাযাত্রা অন্যপথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম দফার প্রশিক্ষণে গড় হাজির ভোটকর্মীদের শোকজ নোটিশ

বাঁকুড়া, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : প্রথম দফায় প্রশিক্ষণে গড়হাজির কর্মীদের শোকজ নোটিশ পাঠানো হল। বাঁকুড়া জেলার প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার সরকারি কর্মীকে চিঠি পাঠানো হয় জেলা নির্বাচন দফতর থেকে। গত ৬ ও ৭ এপ্রিল তাদের প্রথম দফার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। ডাক পাওয়া ওই ১৫ হাজার সরকারি কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু কর্মী প্রথম দফার প্রশিক্ষণে গরহাজির ছিলেন। সেরকম প্রায় সাড়ে ৮০০ কর্মীকে শোকজ নোটিশ পাঠালো জেলা প্রশাসন। কেন তাঁরা গরহাজির ছিলেন তার কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।সংশ্লিষ্ট দফতরের এক আধিকারিক জানান, জেলার ২ টি লোকসভার জন্য বাঁকুড়া সদর খাতড়া ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় এই ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সকলকে ফের চিঠি দেওয়া হয়েছে। গরহাজির থাকা সম সংখ্যক সরকারি কর্মীকে নতুন করে ডাকা হয়েছে। ওই ২ দিনে তাদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ওই ২ দিন প্রত্যেককে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানান ওই আধিকারিক। জানা গিয়েছে প্রথম দফার প্রশিক্ষণে যারা উপস্থিত হননি তাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ ছিলেন। অনেকের বদলি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচন কর্মী হিসেবে পছন্দ করা হয়নি। গড়হাজির সকলকেই উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না মিললে তা নির্বাচন কমিশনকে জানানো হবে। ভোট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাঁকুড়া থেকে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পাঠানো হল। আগামী ১৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে প্রথম দফার লোকসভা নির্বাচন। উত্তরবঙ্গ থেকেই শুরু হচ্ছে ভোটগ্রহণ। সেখানের ভোট নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য বাঁকুড়ায় আসা ৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেখানে পাঠানো হল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর অবর্তমানে আপাতত রাজ্য পুলিশই জেলায় রুট মার্চ চালাবে বলে জানান বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী। তিনি জানান, বাঁকুড়ায় থাকা ৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর ২ কোম্পানি কোচবিহার ও ২ কোম্পানি জলপাইগুড়ি জেলায় ভোটের ডিউটি করবে। রাজ্য পুলিশের পরিচালনায় প্রায় প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম গুলিতে এই বাহিনী রুট মার্চ করছিল।প্রসঙ্গত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

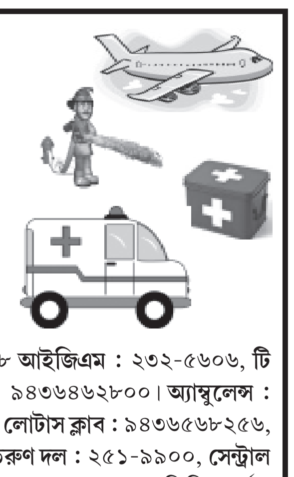

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্রীনগরে নৌকাডুবির ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার এখনও নিখোঁজ ৩ আরোহী

শ্রীনগর, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : শ্রীনগরে নৌকাডুবির ঘটনার ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও বুধবারও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৩ আরোহীর।।জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার থেকে জোরকদমে উদ্ধারকাজ চলছে। বুধবার সকাল থেকেও ফের উদ্ধারকারী দল জলে নেমে খোঁজার কাজ শুরু করেছে। কিন্তু এখনও কারোর দেহ উদ্ধার হয়নি। প্রসঙ্গত, গতকালের এই দুর্ঘটনায় ৩ জন স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এক মহিলা এবং তাঁর সন্তানেরও মৃত্যু হয়েছে। বেঁচে নেই নৌকার মাঝিও।

ছত্তিশগড়ে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার বিপুল অস্ত্র

ছত্তিশগড়, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার ছত্তিশগড়ে তল্লাশি চালায় যৌথ বাহিনী। এই তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল অস্ত্র। যার মধ্যে রয়েছে একডজনের মতো একে ৪৭ সহ একাধিক বন্দুক, কার্তুজ, বোমা, বারুদ, অস্ত্র বানানোর সরঞ্জাম।বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ছত্তিশগড়কে মাওবাদীমুক্ত করতে এই ধরণের অভিযান আগামী দিনে আরও বেশি পরিমাণে হবে। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে মিলে আমরা কাজ করছি। আমাদের যে অভিযান করা হয়েছে সেটি সফল হয়েছে। আমরা আগামীদিনেও এভাবেই কাজ করব।

পশ্চিম উত্তর প্রদেশ থেকে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে : অখিলেশ

বিজনোর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিম উত্তর প্রদেশ থেকে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এই মন্তব্য করেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেখ যাদব। তিনি বুধবার উত্তর প্রদেশের বিজনোরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেখ যাদব এদিন আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বিজেপি বলেছিল যে তাঁরা কৃষকের আয় দ্বিগুণ করবে, কিন্তু নূন্যতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) দিতেও ব্যর্থ হয়েছে তাঁরা। বিজেপি দুর্নীতিবাজদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে, সব দুর্নীতিবাজ এখন বিজেপিতে ভিড় জমিয়েছে। তিনি বলেন, পুরো বিজনোরে হাজারের বেশি পড়ুয়াকে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে, এদিকে প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল দুনিয়ার কথা বলেন। বিজেপির ৪০০ পার তো দূরের কথা, ৪০০ হার হবে এবারের লোকসভায়। তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ করে বলেন, দেখছেন না নির্বাচনী বন্ডে কী হয়েছে? বিজেপি তার উত্তর দিতে পারবে না। ইডি এবং সিবিআইকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সরকার সংবিধান ও গণতন্ত্রকে শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে বলেও তোপ দাগেন অখিলেশ।

দুর্ঘটনার কবলে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মাথায় চোট তৃণমূল প্রার্থীর

বারাসত, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : দুর্ঘটনার কবলে বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মধ্যমগ্রামের দিঘবেরিয়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিদায়ী সাংসদের গাড়ি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, অন্য একটি প্রাইভেট গাড়ি ধাক্কা মারে তৃণমূল প্রার্থীর গাড়িতে। দুর্ঘটনায় মাথায় চোট পেয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদার। আঘাত কতটা গুরুতর, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদকে বারাসত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্য। বুধবার দুপুরে এই পথ দুর্ঘটনার কাকলি ঘোষ দস্তিদারের গাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িটির ডানদিকের পিছনের দিকের দরজার বেশ কিছুটা অংশ দুমড়ে গিয়েছে। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পান বারাসতের তৃণমূল প্রার্থী। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সাংসদের গাড়িতে এসে কীভাবে ধাক্কা মারল ওই প্রাইভেট গাড়িটি, সেটা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আইএসএফ বিবাদে গ্রেফতার ২

ক্যানিং, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : ক্যানিংয়ে তৃণমূল ও আইএসএফ-এর মধ্যে বিবাদে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে বচসা থেকে মারামারির সৃষ্টি হয়। তারফলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে, ক্যানিংয়ের নিকারিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ অঙ্গদবেরিয়ায়। মোকাদ্দেস গাজী নামে এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে এলাকার আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাল্টা জহিরুল সর্দার সহ বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মীকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দুপক্ষই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রাস্তায় কয়েকজন আইএসএফ কর্মী বসেছিলেন। তৃণমূলের অভিযোগ তাঁরা সেখান থেকে যাওয়ার সময় আচমকাই আইএসএফ কর্মীরা তাঁদের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি মোকাদ্দেস গাজী সহ দুজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন।

ব্যর্থ সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

বিষয় তুলে ধরে বিজেপি এবং বিপ্লব কুমার দেবকে তুলোধুনা করেছেন। প্রসঙ্গত, গতকাল আগরতলায় একটি হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব কুমার দেব সিপিএমের নির্বাচনী ইস্তেহার নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। শ্রী দেব বলেছিলেন, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র সহ পারমাণবিক অস্ত্র এবং গণবিধ্বংসী অন্যান্য অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূল করতে চাইছে সিপিএম।তাঁর কটাক্ষ, পাকিস্তান ও চীনকে খুশি করার জন্যই সিপিএম এমন রাষ্ট্রবিরোধী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে।আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিএমের নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রকাশ রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র সহ পারমাণবিক অস্ত্র এবং গণবিধ্বংসী অন্যান্য অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূল নিয়ে স্পাষ্টিকরণ দিতে পারেন নি তিনি জিতেন্দ্র চৌধুরী। বরং তিনি আজ অন্যান্য বিষয়কে টেনে বিজেপি এবং বিপ্লব কুমার দেবকে তুলাধোনা করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, আরএসএসের হোয়াটস্যাপ ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়া তথ্য বিজেপি ও বিপ্লব কুমার দেব জনসমুক্ষে তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁরা এখনো বিপ্লব কুমার দেবকে হঠাৎ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সারানোর কারণ এখনও পর্যন্ত দিতে পারে নি।শ্রী চৌধুরীর দাবি, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে বিপ্লবকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হয়েছে। পাশাপাশি ত্রিপুরার যুবদের নেশায় আসক্ত করে ফেলেন ছিলেন বিপ্লব বলে দাবি করেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

ছাই হয়ে গিয়েছে। তখন বাড়ির মালিক বাড়িতে ছিলেন না। তিনি কাজে গিয়েছিলেন। সানীয় মানুষ তাঁর ঘরে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে।কিন্তু দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন তিনি।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

ইন্ডি জোট সরকারকে নেতৃত্ব দেবে তৃণমূল হাজার পাঁচেকের সমাবেশে দাবি নেত্রীর

শিলচর (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি একটি 'ভাওতাবাজ' দল। এই দলকে বরাকের জলে বিসর্জন দেওয়ার ডাক দিয়ে উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তফশিলি জাতি সংরক্ষিত শিলচর সংসদীয় আসনে আজ বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস-প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসের পালে হাওয়া তুলতে শিলচর এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস-সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত দলীয় নির্বাচনী জনসভায় স্বভাবসিদ্ধভাবে পায়চারি করতে করতে প্রদত্ত ভাষণে বিজেপিকে বরাক নদীর জলে বিসর্জন দেওয়ার ডাক দিলেন মমতা।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি জনগণের ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে মিথ্যাচারীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবারের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী ফের প্রধানমন্ত্রী হলে সমগ্র দেশ বিক্রি করে দেওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তৃণমূল-সুপ্রিমো। 'আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাভিমান, ২৬ এপ্রিল করবো প্রমাণ', এই স্লোগান দিয়ে ভোটারদের বিজেপির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে বলেন তিনি।

তৃণমূল নেত্রী বলেন, শিলচরের হ্যাভিওয়েট নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব তাঁকে (মমতা) প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তাই তিনিও এই পরিবারকে অনেক ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন বলেই সন্তোষ-তনয়া সুস্মিতাকে দু-দুবার রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে। তিনি বরাক তথা অসমে বসবাসকারী প্রত্যেক শ্রেণির মানুষকে ঈদ ও বিহুর শুভেচ্ছা জানিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে প্রকারান্তরে কটাক্ষ করে বলেন, অসমিয়া, মণিপুরি, নাগা প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে সম্বোধন করার প্রাথমিক জ্ঞান আছে। মোদীকে খোঁচা দিয়ে বলেন, টেলি প্রিন্ট দেখে কথা বলেন মোদী। 'ময় অসমিয়া বুঝি পাঁও, কিন্তু কথা বলতে একটু অসুবিধে হতে পারে।'

বিহু ও বাসন্তী পুজোর অভিনন্দন জানিয়ে মমতা বলেন সন্তোষমোহনের মৃত্যুর পর অসমের পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জনস্বার্থে তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। তাই বরপেটা, লখিমপুর, কোকড়াঝাড় ও শিলচরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। চারটি আসনে দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করতে প্রার্থনা জানান তিনি।মমতা বলেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালে কামাখ্যা এক্সপ্রেস সহ উত্তরপূর্ব ভারতে রেলের আমূল পরিবর্তন করেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মন্ত্রে উন্নয়নের কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি মুখে সব-কা সাথ সব-কা বিশ্বাস ডায়ালগ দিলেও বাস্তবে দেশের জনগণের সঙ্গে চূড়ান্ত ভাওতাবাজি করছে বিজেপি সরকার।

'এনআরসি, ক্যা, ডি ভোটার প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে হয়রানি ও চরম দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস একদিন দেশের ক্ষমতায় আসবে। ইন্ডি জোট-সরকারকে নেতৃত্ব দেবে তৃণমূল। তখন এনআরসি, ক্যা, ডি ভোটার প্রভৃতি নিয়ে জনগণকে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। অসমের বাঙালি জনগণের পাশে সবসময় থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। বাঙালির সমস্যার সমভাগী হয়ে যাবতীয় দুর্ভোগের ইতি টানবে তৃণমূল। ইউপি এবং গুজরাটে সাধারণ মানুষের রক্ত বয়েছে। বর্তমানে মণিপুরে রক্তের ধারা বইছে। হাহাকার পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে। অসমের বাঙালি হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকের সহাবস্থান ও সমন্বয়ে সার্বিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমল জিতলে এনআরসি, ইউনিফর্ম সিভিল কোড তুলে দেওয়া হবে। ডি সমস্যার ইতি টানা হবে। ভারতবর্ষকে জেলখানা বানিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দশ লক্ষ পদ খালি রয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ দিচ্ছে না। বিজেপি জাতিগত হিংসা ছড়াতে ব্যস্ত, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস মতুয়া, রাজবংশী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, তফশিল ভাতা, চা বাগান শ্রমিক, পার্বত্য উপজাতি প্রত্যেক শ্রেণির সমউন্নয়নে বিশ্বাস করে।'বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ, লুটতরাজ, ভাওতাবাজ আখ্যা দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে সরব হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার আহ্বান জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক কামান দাগলেও, এআইইউডিএফ নতুবা কংগ্রেস সম্পর্কে টু শব্দ করেননি মমতা।এবার মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের গণতন্ত্র অর্থাৎ লোকতন্ত্রকে বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন মমতা। শিলচরের ভাষা আন্দোলনকে সবসময় সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গ। শিলচর তথা অসমের জনগণের ভাবাবেগকে সম্মান জানিয়ে পার্শবর্তী রজ্য হিসেবে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।'জয় বাংলা, জয় অসম' ধ্বনি দিয়ে মমতা বলেন, এবার নির্বাচনে ট্রায়াল দিতে এসেছি। ফাইনাল খেলা বাকি আছে। খেলা হবে। তিনি এও বলেন, 'আপনারা সরাসরি কিছু না দিলেও সুস্মিতাকে দুবার সাংসদ উপহার দিয়েছি। রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে একবার সরাসরি জিতিয়ে দেখুন, আমি আপনাদের কী দিতে পারি।' জোরদার দাবি নেত্রীর।তৃণমূল কংগ্রেস-এর অসম প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা স্বাগত বক্তব্যে প্রথমে ঈদ ও বিহুর শুভেচ্ছা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অগ্নিকন্যা' আখ্যা দিয়ে বরাক তথা অসমের লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের পরিত্রাণের লক্ষ্যে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর নেতৃত্বে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। সমগ্র দেশের সাধারণ জনগণের কাছে অগ্নিকন্যা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে আরও শক্তিশালী করতে শিলচরের প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার অনুরোধ জানান রিপুন বরা।শিলচরের প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাস বলেন, এই নির্বাচন বরাকের জনগণের স্বাধিকার, স্বাভিমান ও আত্মসম্মানের লড়াই। বরাকে কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই। কাছাড় পেপার মিল বিক্রি করে দিয়েছেন মোদী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুবার করে সুস্মিতা দেবকেরাজ্যসভারসদস্য মনোনীত করেছেন। তাই এই অঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণে তাঁকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান রাধেশ্যাম।সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, আগামী ২৬ এপ্রিলের লড়াই হচ্ছে অধিকারের লড়াই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এ অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বিজেপিকে বরাকের জলে বিসর্জন দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে বিজয়ী করতে আহ্বান জানান সুস্মিতা আদকের নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস সহ দলীয় কর্মকর্তারা। সভায় আনুমানিক পাঁচ হাজারের মতো দলীয় কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেছেন।

বামপন্থী শিক্ষার্থীদের চাপে রাম নবমী পালনের অনুমতি দিয়েও তা প্রত্যাহার করে নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : আবারও বিতর্কের মুখে পড়েছে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাম নবমী পালনের অনুমতি দিয়েছিল টেকনোলজি ভবনে। পরে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের চাপে সেই অনুমতি বাতিল করা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৫ এপ্রিল রামনবমী পালনের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও একদিন পর ১৬ এপ্রিল সেই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়। জানা গেছে, ১৬ এপ্রিল গভীর রাত পর্যন্ত অরবিন্দ ভবনের বাইরে বেশ কয়েকজন বামপন্থী ছাত্র কর্তৃপক্ষের অনুমতি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তারা দাবি করে, 'ক্যাম্পাসের সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করবে এবং ফাটল সৃষ্টি করবে।' আন্দোলনরত ছাত্রদের মতে, রাম নবমী শুধু একটি উৎসব নয়, এটি বিভাজনমূলক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।'

বুধবার বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিস্টার স্নেহমঞ্জু বসু সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান, 'বিভিন্ন ছাত্র এসে আমাদের অভিযোগ জানাচ্ছে তাঁরা হুমকি চিঠি পাচ্ছে। যেখানে সম্প্রীতি বিঘ্নিত হতে পারে। এর পাশাপাশি যে সকল পড়ুয়ারা ছাত্রাবাসে থাকেন তাঁদের যাতে কোনও রকম অসুবিধায় পড়তে না হয় সেই কারণেই এহেন সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে একটি নোটিফিকেশনও জারি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে।' রেজিস্ট্রার জারি করা নোটিশে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবার ২ নম্বর গেটের কাছে ক্যাম্পাসে সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত রাম নবমী উদযাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে একদিন পরই সেই অনুমতি বাতিল করা হয়। ছাত্র আদিত্য পালে, ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-এর সদস্য এবং রাম নবমী উদযাপনের অনুমতি চাওয়া দলের নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র আদিত্য পাল বলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী ভগবান রামের পুজো করেছেন এবং প্রসাদ বিতরণও করেছেন।

ভোটকর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

জন মহিলা ভোটার, বিলোনীয়ায় ২২৬৭৪ পুরুষ ভোটার, ২২২৯৪ মহিলা ভোটার, শান্তিরবাজারে ২৬০৬৩ পুরুষ ভোটার ও ২৬১৭৯ মহিলা ভোটার।দক্ষিণ জেলায় মোট ১৭২,১টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। তার মধ্যে রাজনগরে ৫৫ , বিলোনীয়ায় ৫৩ টি , শান্তিরবাজারে ৬৪ টি পুলিং স্টেশন রয়েছে। মডেল ভোটকেন্দ্র পুরুষ পরিচালিত ভোটকেন্দ্র যুব পরিচালিত ভোট কেন্দ্রে মহিলা পরিচালিত ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।তিনি আরো জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভোট দান সামগ্রী নিয়ে রওনা দেবেন ভোট কর্মীরা। সে বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য। প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের নির্দিষ্ট পোলিং ষ্টেশন নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বিএলও উপস্থিত থাকবে।নির্বাচন সম্বন্ধে যেকোন বিষয়ে সাহায্যের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিনটি ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। টোল ফ্রি নম্বর ১৯৫০, জেলা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নাম্বার০৩৮২৩২২৪২৪০, হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর৮৪১৪৮৩১৩৬। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জসোয়াল, ওঅতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

একজোট হয়েছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, সুযোগসন্ধানীরা ত্রিপুরায় সমঝোতা করলেও কেরলে জাত শত্রু হিসেবে পরিচিত। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের যুবরাজের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেই তিনি পাল্টা দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। মোদীর কটাক্ষ, কেরলে যাঁদের জেলে পাঠাতে আওয়াজ তুলছেন ত্রিপুরায় তাঁদেরই প্রাসাদে বসাতে চাইছেন।

তিনি এদিন সুর চড়িয়ে বলেন, তদন্তকারী সংস্থা ব্যবস্থা নিলেই চিৎকার শুরু হয় মোদী ভুল করছেন। কারণ, আমরা চাইছি দুর্নীতিবাজদের হটাতে এবং তাঁরা তাঁদের বাঁচাতে চাইছেন। মোদীর আবেদন, কংগ্রেস এবং সিপিএমকে দেওয়া ভোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারবে না। কিন্তু, বিজেপিকে দেওয়া আপনার ভোট বিকশিত ভারত বানাবে। আপনার একটি ভোট ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির মোদীর গ্যারান্টিকে আরও মজবুত করবে।

অভিযোগ সুদীপের

● প্রথম পাতার পর

বেকারদের কর্মসংস্থানের নিয়ে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্লেখ নেই। কিন্তু কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে সার্বিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।তাঁর কথায়, গত ১০ বছরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার জনকল্যাণে কোনও কাজ করে নি। বরং কংগ্রেসের আমলে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির নাম পাল্টিয়েছে বিজেপি সরকার। এদিন তিনি জনগণের কাছে আবেদন করেছেন ভয় ভীতি উপেক্ষা করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। জনগণের আশীর্বাদ পেলে ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

হাইলাকান্দিতে এগজিট পোল সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা

হাইলাকান্দি (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অবাধ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এগজিট পোল সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বেশ কিছু নীতি—নির্দেশিকা জারি করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগামী ১ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৬—টা পর্যন্ত কোনও প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ ফেসবুক, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে এগজিট পোল প্রচার করতে পারবে না। তাছাড়া আরপি অ্যাক্ট, ১৯৫১ সালের ১২৬ (১) (বি) ধারা অনুসারে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগের ৪৮ ঘন্টা অপিনিয়ন পোল অর্থাৎ নির্বাচনী সমীক্ষা সহ কোনও ধরনের নির্বাচন সংক্রান্ত খবর প্রিন্ট কিংবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না।

গ্রেপ্তার দুই

● প্রথম পাতার পর

দুই নাবালিকাকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে আমবাসার ধর্ষিতা নাবালিকাটি ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। অবশেষে ধর্ষিতা দুই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার শ্রীনগর থানায় লিখিত আকারে সাতজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬(ডি) এবং পক্সো আইনে মামলা হাতে নিয়ে মঙ্গলবার রাতেই দুই উপজাতির নাবালক ছেলেকে আটক করে। অভিযুক্ত আজিয়া দেববর্মা নামে এক যুবককে জারুলবাছাই দুখিয়াকুবরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। তবে আইনি জটিলতার কারণে আটক করা দুই নাবালক ছেলেকে পুলিশ সামনে আনেনি।

বুধবার দুপুরে শ্রীনগর থানার ওসি দিলীপ দেববর্মা জানিয়েছেন, আজিয়া দেববর্মা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে এবং বাকি ২ নাবালককে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনার সাথে জড়িত মোট সাতজন রয়েছে। বাকিদেরকেও খুব শীঘ্রই পুলিশ জালে তুলতে সক্ষম হবে।আজ ঘটনার অভিযুক্ত আজিয়া দেববর্মাকে পশ্চিম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রেরণ করা হবে। তবে এই ধরনের জঘন্য ঘটনায় সব মহল থেকে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হচ্ছে।

াঙ্গন

প্রসেনজিতের শতক, নিয়ম রক্ষার ম্যাচ আমবাসাকে হারালো খোয়াই

খোয়াই-২৭৫/৭ আমবাসা-২৪৭/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে খোয়াই জয়ী। হারালো আমবাসাকে।
বিফলে গেলো প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর দুরন্ত শতরান। দলীয় অন্য ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় আসরে নিজেদের শেষ ম্যাচেও জয় পেতে পারলো না আমবাসা মহকুমা। শেষ ম্যাচে জয় পেয়ে তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো পিযুষ দেবের দল খোয়াই মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। ভগৎ সিং মিনি স্টেডিযামে বুধবার খোয়াই মহকুমা ২৮ রানে পরাজিত করে।
বিজীত দলের প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ১১০ রান করে। বিজয়ী দলের শুভদীপ পাল ৮২ রান করে। প্রসঙ্গত: 'এ' গ্রুপ থেকে ১২ পয়েন্ট নিয়ে সদর 'বি' সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছিলো। সকালে টস জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহকুমা নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে বিশাল ২৭৫ রান করে। দলের পক্ষে শুভদীপ পাল ৫১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৮ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২, দীপ্তনু দাস ২৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১,শুভজিৎ পাল ৫৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮,, দেবাঙ্কন ভট্টাচার্য ৬৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, প্রলয় দেবনাথ ৫৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং অনুরাগ সরকার ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। আমবাসার পক্ষে অভিজিৎ মোদক ৫৮ রানে ৪ টি এবং দীপক দেব ২২ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে আমবাসা নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৪৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ১১৫ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১০, প্রিয়তোষ বিশ্বাস ৭৭ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬ (অপ:), অমিত ত্রিপুরা ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, রাজীব সিনহা ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং দীপক দেব ৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ (অপ:) রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। খোয়াই এর পক্ষে শুভদীপ পাল ৩৪ রানে এবং শুভজিৎ পাল ৪৩ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে।

জয়ের হ্যাটট্রিক সত্বেও শান্তিরবাজারকে টপকে রান রেটে উদয়পুর সেমিফাইনালে

শান্তিরবাজার-১৯৫ সাব্রুম-৫১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।গ্রুপ লীগের খেলা শেষ হয়েছে। দুর্দান্ত জয় শান্তির বাজারের। হারালো সাব্রুম মহকুমা দলকে। আগের ম্যাচে উদয়পুরকেও হারিয়েছিল শান্তি বাজার। এত কিছুর পরও রান রেটের নিরিখে শান্তিরবাজারকে ছাপিয়ে উদয়পুর অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট উদয়পুর সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। জয়ের হ্যাটট্রিক সত্বেও রান রেটে পিছিয়ে থেকে 'ডি' গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো শান্তিরবাজার মহকুমাকে। গ্রুপে ৪ ম্যাচ খেলে উদয়পুর, শান্তিরবাজার এবং বিলোনিয়া মহকুমা ৩ করে ম্যাচ জয়লাভ করে ১২ পয়েন্ট অর্জন করে। পরে রান রেটে শান্তিরবাজার (০.৭৭৩) এবং বিলোনিয়া (০.৭৫৭) কে পেছনে ফেলে শীর্ষ স্থান দখল করে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র অর্জন করে নেয় উদয়পুর (১.৮৪৭) মহকুমা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। কে বি আই মাঠে বুধবার শান্তিরবাজার মহকুমা ১৪৪ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে সাব্রুম মহকুমাকে। শান্তিরবাজারের গড়া ১৯৫ রানের জবাবে সাব্রুম ৫১ রান করেত শ৭ম হয়। বিজয়ী দলের অঙ্কুর সেন শতরান করে।সকালে টসে জয়েলাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে শান্তিরবাজার মহকুমা ১৯৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলকে খাদের কিনারা থেকে কার্যত একা টেনে তুলে ওপেনার অঙ্কুর সেন। ব্যাট হাতে কার্যত বিপক্ষের বোলারদের শাসন করে অঙ্কুর। ডান হাতি ওই ব্যাটসম্যানটি পূর্ণ করে মরশুমে নিজের প্রথম শতরান। ৯৯ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০০ রান করে অঙ্কুর। এছাড়া দলের পক্ষে সৌরভ দেবনাথ ১৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, প্রতীম রায় ৩২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, প্রীতম দেবনাথ ৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, দিব্যোন্দু সরকার ১২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং কৌশিক রবি দাস ৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। সাব্রুমের পক্ষে সৈকত মালি ৩০ রানে ৩ টি, অর্পন দাস ২১ রানে, পার্থ দেবনাথ ২৭ রানে এবং সুরজ বনিক ৩২ রানে ২টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শান্তিরবাজারের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে সাব্রুম মহকুমা। শেষ পর্যন্ত ২৭ ওভার ব্যাট করে ৫১ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ২২ রান পায় অতিরিক্ত খাতে দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দলের পক্ষে ওপেনার সৈকত মালি সর্বোচ্চ ৮ রান করে ৪৯ বল খেলে। শান্তিরবাজারের পক্ষে দলনায়ক অমন দেবনাথ ৭ রানে ৩ টি,সৌরভ দেবনাথ ১০ রানে এবং তন্ময় দেবনাথ ১১ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

বিএসএফ শালবাগানে ইন্টার ইউনিট ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইন্টার ইউনিট ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শালবাগানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৩৭ মাউন্টেড আরটি ব্রিগেড এর উদ্যোগে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১০টি রেজিমেন্ট এতে অংশ নিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে ২৪৬ ফিল্ড রেজিমেন্ট ৩-১ সেটে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়েছে। বিজিত ৩০৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট রাজা রানার্স খেতাব পেয়েছে। উল্লেখ্য, চ্যাম্পিয়ন ২৪৬ ফিল্ড রেজিমেন্টের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় ভলিবল টিমের প্রাক্তন কোচ চন্দন সেন।
সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা পেশাগত দায়িত্ব সামলে বিনোদনের লক্ষ্যে আয়োজিত এই ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তারা ভূয়ষী প্রশংসিত হন। ২৪৬ ফিল্ড রেজিমেন্ট চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করায় কোচ চন্দন অভিনন্দন সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সমীরন স্মৃতি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে ফ্রেন্ডস - চলমান, সংহতি - জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ২০ এপ্রিল বেলা একটায় এমবিবি স্টেডিয়াম প্রথম সেমি ফাইনালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, চলমান সংঘের বিরুদ্ধে খেলবে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সংহতি ক্লাব খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। বিজয়ী দুইদল ২২ এপ্রিল সকাল ১০টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ১০০ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বিএসটিকে এবং চলমান সংঘ ৬ উইকেটের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এদিকে সংহতি ক্লাব ৭৯ রানের ব্যবধানে ব্লাডমাউথকে এবং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ২০ রানে কসমোপলিটনকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে সদর বি - গন্ডাছড়া, বিশালগড় - উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ পনেরো রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলার লাইন আপ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী একুশ এপ্রিল পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে সদর বি খেলবে গন্ডাছড়া মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। একই দিনে টিআইটি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিশালগড় ও উদয়পুর মহকুমা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিজয়ী দুই দল আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল দুদিনের ফাইনাল ম্যাচে ইনিংসের খেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, গ্রূপ এ থেকে সদর বি এবং গ্রুপ ডি থেকে বিশালগড় অপরাজেয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। গ্রুপ সি এবং ডি থেকে যথাক্রমে গন্ডাছড়া এবং উদয়পুর চার ম্যাচের মধ্যে তিনটি করে ম্যাচে জয়ী হলেও রান রেটের নিরিখে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ-এগিয়ে চলো, জুটমিল-এডি নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টি সি এ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের অমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইনআপও চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ২১ এপ্রিল প্রথম সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। খেলা হবে বামুটিয়ার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বুধবার বিজেপির বিজয় শঙ্খনাদ সমাবেশের খন্ডচিত্র

ভোট দান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ এপ্রিল।। ভোট দান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার ধলাই জেলার কমলপুরে লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে ধলাই জেলাভিত্তিক আল্পনা অঙ্কন, রঙ্গোলি ও ম্যারাথন দৌড় হয় কমলপুরে। সকাল সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হয় কমলপুর টাউনহল প্রাঙ্গনে।প্রথমে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে টুপি ও গেঞ্জি বিতরণ করা হয়।এরপর শুরু হয় ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে দৌড়। ছেলেদের দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন ধলাই জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ, পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, কমলপুরের এস ডি এম লালরিংনেতা ডারলং, সহ আরো অনেকে।

পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ। এরপর শুরু হয় মেয়েদের দৌড়। দুটোই কমলপুর টাউনহলের সামনে থেকে শুরু হয়। এদিকে গতকাল রাতে টাউন হলের সামনে তথা কমলপুর আমবাসা সড়কের মধ্যে আল্পনা অঙ্কন করা হয়। আজ তার পাশেই রঙ্গোলি তথা মেয়েরা বিভিন্ন রঙের আলপণা অঙ্কন করে। এরপর আসেন রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল। তিনি এসে প্রথমে একটি আল্পনা অঙ্কন করেন।এরপর একটি চারাগাছ রোপন করেন ও এতে জল সিঞ্চন করেন। এরপর টাউন হলে শুরু হয় ভোট এ থন তথা সিস্টেমেটিক ভোটার এডুকেশন এন্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন অনুষ্ঠান।এককথা ভোটারদের উৎসাহিত করতেই এই অনুষ্ঠান। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল, ছিলেন রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলা শাসক ও সমাহরতা সাজু ওয়াহিদ, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, ডেপুটি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বিবেক এইচ. বি। এরপর সেখানে মেরাথন দৌড় ও রঙ্গোলি অঙ্কন -এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অথিতিরা। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার সাজু ওয়াহিদ।তিনি বলেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৬১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ লক্ষ ২ হাজার ৫১১জন। আর মহিলা ভোটার ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৩৭ জন। যার মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ১৩ জন।এরপর কমলপুর ”র এস ডি এম সবাইকে ভোটের শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারীক পুনীত আগরওয়াল। শ্রী আগরওয়াল ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। উৎসবের মেজাজে ও নির্ভয়ে তিনি ভোটারদের ভোটদান করার আহ্বান জানান। এরপর শ্রী আগরওয়াল ফুলছড়ি বাজার সংলগ্ন কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে স্ট্রংরুম ও কাউন্টিং হল পরিদর্শন করেন ও কয়েকটি বুথ কেন্দ্র ও মানিকভাণ্ডারে বয়স্কদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করে যান। তবে ভোটকে কেন্দ্র করে আজকের অনুষ্ঠান বেশ সাড়া জাগায়।

জলাশয় থেকে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ এপ্রিল।। বেতাগা এলাকায় জলাশয় থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।স্থানীয় মানুষ মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সাথে সাথে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ও দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা মৃতদেহকে উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে।কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বুধবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা এলাকায় একটি জলাশয়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজনেরা। পরবর্তী সময় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ ও শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, মৃতব্যক্তি বেতাগা এলাকার বাসিন্দা মানিক দাস। মানিক দাস গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আজ জলাশয়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্রকরে তীব্র চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

প্রথম দুই দফার ৬টি কেন্দ্রের স্পর্শকাতর বুথের তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১৯ এপ্রিল রাজ্যের মোট তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার নির্বাচন। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন ২৬ এপ্রিল। এই দুই দফায় নির্বাচন হবে মূলত উত্তরবঙ্গের ৬টি কেন্দ্রে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দফতর থেকে উত্তরবঙ্গের ছ’টি আসনে স্পর্শকাতর বুথের ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়।নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দুই দফায় উত্তরবঙ্গের ছয়টি কেন্দ্রে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা মোট ১৮৬২টি। আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় যে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট হবে তার মধ্যে কোচবিহারের ২০৪৩টি বুথের মধ্যে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্য ১৯৬টি, আলিপুরদুয়ার (এসটি) লোকসভার ১৮৬৭টির মধ্যে ১৫৯টি এবং জলপাইগুড়ির ১৯০৪টি নির্বাচনকেন্দ্রের মধ্যে ৩৯১টি ‘স্পর্শকাতর’। আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট কেন্দ্রে। দার্জিলিংয়ের ১৯৯৯টি বুথের মধ্যে ৪০০টি, রায়গঞ্জের ১৭৩০টির মধ্যে ৪০৮টি এবং বালুরঘাটের ১৫৬৯টির মধ্যে ৩০৮টিকে ‘স্পর্শকাতর’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দু’দফায় বিধানসভা ওয়াড়ি স্পর্শকাতর বুথের তথ্যও দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।

নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ এপ্রিল।। নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিলেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। দুই থানার মধ্যে কোন থানা এলাকায় ঘটনা তা ঠিক করতেই প্রায় দুদিন অতিক্রম করে দিল পুলিশ বাবুরা। এমনই অভিযোগ নাবালিকার পরিবারের এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের।

উল্লেখ্য, গত ১১এপ্রিল সেকেরকোট বাজার থেকে চাম্পামুরা এলাকার এক নাবালিকা অপহরণ হয়।

নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ১১ এপ্রিলই বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অবাক করার বিষয় হল মহিলা থানার পুলিশ কোনরকম ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এদিকে নাবালিকাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন আগরতলা এলাকার এক বিবাহিত ব্যক্তি। নাবালিকা মেয়েটি কোন রকম ভাবে বুধবার সকালে পালিয়ে এসে পরিবারের কাছে সমস্ত বিষয় খুলে বলেনন

অন্যদিকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার পর নাবালিকার পরিবারের পাশে দাঁড়ায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। বুধবার নাবালিকাকে নিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা বিশালগড় মহিলা থানায় এসে ওসি শিউলি দাসের কাছে ঘটনার সঠিক খোঁজ খবর নেন। তবে এত দিনে পুলিশ একদিনও ওই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তদন্ত করেনি বলে খবর।

দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ এপ্রিল ।। জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি। সাথে সাথে গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ির চালক ও সহ চালক।তাঁদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কৈলাসহর থেকে ফটিকরায় হয়ে আগরতলা যাবার পথে কৈলাসহর মহকুমার চন্ডিপুর বিধানসভার ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতের বিকারাই পাড়ায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে একটি কালভার্টে আঘাত হানে। টিআর০১বিএইচ নম্বরের গাড়িটি দ্রুত গতিতে থাকার ফলে কালভার্টে ধাক্কা লাগার পর গাড়িটি পাশের জমিতে পাল্টি খেয়ে পড়ে যায়। সাথে সাথে গাড়িতে আগুন লেগে যায়। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়ির চালক ও সহ চালক। তাঁদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নকশালদের উৎখাত করব : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নকশালদের উৎখাত করব, বুধবার এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এদিন ছত্তিশগড়ে নকশালদের বিরুদ্ধে সাফল্যকে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নকশালবাদকে নির্মূল করা হবে। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলার অন্তর্গত হাপাটোলা জঙ্গলে নকশালদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনী একটি বড় সাফল্য পেয়েছে। পুরস্কৃত নকশাল কমান্ডার সহ ২৯ জন নকশাল নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রও উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

এই ঘটনাকে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য একটি বড় সাফল্য বলে বর্ণনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার দিল্লিতে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে মোদী সরকার দেশ থেকে নকশালবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে বিনাশ করার জন্য অবিরাম প্রচার চালাচ্ছে। ছত্তিশগড়ে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই প্রচারে গতি এসেছে। নকশাল এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযানে ছত্তিশগড় পুলিশও সাহায্য করছে বলেও তিনি এদিন উল্লেখ করেন।

নদিয়াদের কাছে দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু

নদিয়াদ, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেস হাইওয়ের নদিয়াদের কাছে দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দ্রুতগতিতে পেছন থেকে আসা একটি গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই দুর্ঘটনায় দশ জনের মৃত্যু হয়েছে। গাড়ির চালক রাজস্থানের বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৯ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা সবাই ভাদোদরা, আহমেদাবাদ, ভালসাদ, নাদিয়াদ, দীসা, মুম্বাই এবং রাজস্থানের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তথ্য অনুযায়ী, বুধবার বিকেলে একটি গাড়ি ভাদোদরা থেকে আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে আমেদাবাদের দিকে যাচ্ছিল। নদিয়াদের কাছে, একটি ট্যাঙ্কার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনা এতটাই মারাত্মক ছিল যে ট্যাঙ্কারের পিছনে আটকে থাকা গাড়িটিকে বের করতে একটি ক্রেন ব্যবহার করতে হয়েছিল।

এতে ঘটনাস্থলেই ৮ জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। হাসপাতালে মারা যান আরও দুজন। জেলার পুলিশ সুপার রাজেশ গাধিয়া জানিয়েছেন, ট্যাঙ্কারটির প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে সেটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এসময় বামদিক থেকে ট্যাংকারটিকে ওভারটেক করতে গেলে গাড়িটি ট্যাঙ্কারের পেছনের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ট্যাঙ্কারটি পুনে থেকে জম্মু যাচ্ছিল।খেদা কালেক্টর অমিত প্রকাশ যাদব বলেছেন যে গাড়ি এবং ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনায় নিহত ৯ জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। একজনকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। মৃত ১০ জন এক পরিবারের সদস্য নয়। মোবাইল ফোনের ভিত্তিতে নিহতদের শনাক্ত করা হচ্ছে। সবার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শক্তিসিংহ গোহিল। জগন্নাথ মন্দিরের মহন্ত দিলীপদাস মহারাজও এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

পুলিশের জালে কুখ্যাত ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ এপ্রিল।। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুখ্যাত ডাকাত চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।আজ ধৃতকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি সমরেশ দাস।

ওসি সমরেশ দাস জানিয়েছেন, গতকাল রাতে চুরাইবাড়ি থানা এলাকার নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ড থেকে কুখ্যাত ডাকাত নাজিম উদ্দিনের সহযোগী নুর ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।সে গত মার্চ মাসের লক্ষীনগরের ডাকাতি কাণ্ডের সাথে জড়িত।ওই অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সেই ডাকাতি কান্ডে সানীয় থানায় ১৬ নম্বরের ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৫৭/৩৯২/৩২৪/৫০৬/৩৪/৩৭৬(বি)/৪১১ ধারায় মামলা রয়েছে।যদিও ধৃতের কাছ থেকে কোন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।ধৃতকে বুধবার পুলিশি রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানিয়েছেন অফিসার ইনচার্জ সমরেশ দাস।

পূর্ব ত্রিপুরা আসনে আজ থেকে শুরু বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ধর্মনগরে বাড়ি বাড়ি শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব। ১৭-১৮ এপ্রিল দুইদিন পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে উত্তর জেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে।যাঁরা ৮৫ বছরের উর্ধ, দিব্যাঙ্গজন তাঁদের বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে।

ধর্মনগরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তথা এ.আর.ও শ্যামজয় জমাতিয়া জানিয়েছেন ,আজ সকাল ৯ টা থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণ পর্বের অধ্যায় শুরু হয়েছে। ধর্মনগর থেকে ৫৪ কুর্তি কদমতলা, ৫৫ বাগবাসা, ৫৬ ধর্মনগর এবং ৫৭ যুবরাজনগরের ভোট গ্রহণ করবে। সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ চলছে। প্রতিটি দলে দুইজন পোলিং স্টাফ, একজন মাইক্রোও অবজারভার, একজন ফটোগ্রাফার, একজন গ্রুপ ডি এবং তাদের পাশাপাশি সেক্টর অফিসার ও পুলিশ সেক্টর অফিসার নির্বাচনী কাজে যুক্ত আছেন। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এই ভোট গ্রহণ চলবে। বিকাল ৫ টার পর এসে নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মীরা তাদের রিপোর্ট জমা দেবে।

৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রের স্বর্ণময়ী লেনের থানা রোডের বাসিন্দা কুলীন কুমার নাথ জানিয়েছেন , নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর মাতা প্রবাসিনী নাথ যার বয়স ৯৪ বছর,তিনি বাড়ি থেকেই তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন।তাই তিনি কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মহা নবমীতে রাজ্যবাসীর মঙ্গলার্থে পুজো দিলেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। বুধবার ছিল বাসন্তী পূজার মহা নবমী। আগরতলা দুর্গা বাড়িতে রীতি মেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহা নবমী পুজো। মায়ের কাছে রাজ্যবাসীর মঙ্গলার্থে পুজো দিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।প্রসঙ্গত, হিন্দু ও বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হলেও কালের পূজা হল চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসের এই পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। রাজধানী আগরতলা দুর্গা বাড়িতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মহা নবমী তিথিতে দুর্গাবাড়ি মন্ডপে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে।আজ অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, মায়ের কাছে রাজ্যবাসীর মঙ্গলা কামনা করেছেন। মা ত্রিপুরাবাসীর সুখ শান্তি বজায় রেখেছেন।আগামীতে ত্রিপুরার উন্নয়ন ও রাজ্যবাসীর সুখ শান্তি বজায় থেকে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি।

দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালাবে এনএফ রেলওয়ে কয়েকটি ট্রেনের জন্য দু-মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : আরও দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। একটি ট্রেন গুয়াহাটি ও এসএমভিটি বাঙ্গালুরুর মধ্যে এবং আরেকটি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস পর্যন্ত। দুটি ট্রেনই উভয় দিক থেকে ১১টি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচলকারী অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৬৫২১ এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি ১৬ এপ্রিল থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত ১১:৪০টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু থেকে রওয়ানা দিয়ে শুক্রবার সকাল ০৪:৫০টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৬৫২২ গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু ২০ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার সকাল ০৬:১৫টায় গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা দিয়ে সোমবার সকাল ১০:৫৫টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনে শুধুমাত্র অসংরক্ষিত জেনারেল ও চেয়ারকার কোচ থাকবে। উভয় পথে যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেনটি রঙিয়া, নিউজলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, খড়গপুর, বরহমপুর, রাজামুন্ড্রি, কাটপাড়ি জংশন ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে।আরেকটি স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০১০৬৫ ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস-আগরতলা ১৮ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০৫টায় ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে রওয়ানা দিয়ে রবিবার রাত ০১:১০টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০১০৬৬ আগরতলা-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বিকাল ০৩:১০টায় আগরতলা থেকে রওয়ানা দিয়ে বুধবার ভোর ০৩:৫০টায় ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনে দুটি এসি ৩-টিয়ার এবং ১৮টি স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে। উভয়পথে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেন বদরপুর, গুয়াহাটি, রঙিয়া, নিউজলপাইগুড়ি, কাটিহার, পাটলিপুত্র, সাতনা, জবলপুর, খান্ডোয়া জংশন, ভুসবল জংশন, ইগাতপুরি, কল্যাণ জংশন, দাদর ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে।এছাড়া রেলযাত্রীদের সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে ১৭ এপ্রিল থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেন নম্বর ১২৪২৩/১২৪২৪ ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেসের রঙিয়া স্টেশনে এবং ট্রেন নম্বর ১৫৬৬৫/১৫৬৬৬ গুয়াহাটি-মরিয়নি জংশন-গুয়াহাটি বিজি এক্সপ্রেসের বোকাজান স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১৮ এপ্রিল থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেন নম্বর ১৩১৭৩/১৩১৭৪ শিয়ালদহ-আগরতলা-শিয়ালদহ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের বিহারা স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হবে।ট্রেন নম্বর ১২৪২৩ ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ০৭:৪৫টায় এবং রওয়ানা দেবে সকাল ০৭:৪৭টায়। ফেরত যাত্রার সময় ১২৪২৪ নিউদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস রঙিয়া স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৬:০৪টায় এবং রওয়ানা দেবে সন্ধ্যা ০৬:০৬টায়। ট্রেন নম্বর ১৫৬৬৫ গুয়াহাটি-মরিয়নি জংশন বিজি এক্সপ্রেস বোকাজান স্টেশনে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৮:০৫টায় এবং রওয়ানা দেবে সন্ধ্যা ০৮:০৭টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ১৫৬৬৬ মরিয়নি জংশন-গুয়াহাটি বিজি এক্সপ্রেস বোকাজান স্টেশনে পৌঁছবে সকাল ০৯:১৯টায় এবং রওয়ানা দেবে সকাল ০৯:২১টায়।

সরব প্রচারের শেষ দিনে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী দীপক মজুমদারের রোড শো। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।